প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা: ২৯ | ২৩ - ২৯ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

FABC
দ্বাদশ প্লেনারি অ্যাসেম্বলি

"তোমরা এর চেয়েও মহত্তর কিছু দেখতে পাবে"
যোহন ১:৫০ পদ

২০-২৬ জুলাই ২০২৬
জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

এফএবিসি দ্বাদশ প্লেনারি সভায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

সিনোডালিটি মণ্ডলীর চালিকাশক্তি ও এর মাধ্যমে সেতু গড়ি

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর উনপঞ্চাশতম মহা প্রয়ান দিবসের অনুষ্ঠাসূচীতে সকলের নিমন্ত্রণ

জন্ম: ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় সুধী,

সবার প্রতি রইলো খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে **আগামী ২ সেপ্টেম্বর, বুধবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল গির্জায় প্রয়াত ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর উনপঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে।** আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলীর চিরশান্তি কামনায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই।

এই বিশেষ দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই।

অনুষ্ঠানসূচী

বিকাল	৫:০০ টা	-	সহভাগিতা
	৫:১৫ টা	-	প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন
	৫:৩০ টা	-	পবিত্র খ্রিস্টযাগ, কবর আশীর্বাদ ও শ্রদ্ধা নিবেদন।

শুভেচ্ছান্তে—
পালক পুরোহিত ও পালকীয় পরিষদ
সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল, ঢাকা

জেরী প্রিন্টিং প্রেস
বিশ্বস্ততা ও ঝকঝকে নিখুঁত ছাপার নির্ভরতার প্রতীক

ছাপার জগতে
এক অনন্য নাম
জেরী প্রিন্টিং।

সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে
হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।

জেরী প্রিন্টিং প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : jerryprintingccc@gmail.com

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২৯
২৩ আগস্ট - ২৯ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০৮ ভাদ্র - ১৪ ভাদ্র , ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

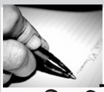

সম্পাদকীয়

এশীয় বিশপ সম্মেলনসমূহের ফেডারেশন বা এফএবিসি'র সঙ্গে পথচলায় বাংলাদেশ মণ্ডলী

"তুমি আরও বৃহত্তর কিছু দেখতে পাবে" (যোহন ১:৫০)–এই আহ্বানকে সামনে রেখে ২০-২৬ জুলাই ২০২৬ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হলো এফএবিসি'র দ্বাদশ প্লেনারি অ্যাসেম্বলি। এশিয়ার কাথলিক মণ্ডলীর এই সর্বোচ্চ আঞ্চলিক সমাবেশে বিভিন্ন দেশের কার্ডিনাল, বিশপ, পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী-ব্রতিনী ও ভক্তজনগণের প্রতিনিধিরা এশিয়ার মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ পথচলা নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা, আলোচনায় অংশ নেন।

Federation of Asian Bishops' Conferences বা এশীয় বিশপ সম্মেলনসমূহের ফেডারেশন হলো এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কাথলিক বিশপ সম্মেলনগুলোর একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংগঠন। এর উদ্দেশ্য হলো এশিয়ার মণ্ডলীগুলোর মধ্যে ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং এশিয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার আলোকে সুসমাচার প্রচারের পথ খুঁজে বের করা। কাথলিক বিশপস' কনফারেন্স অব বাংলাদেশ (CBCB) এফএবিসি'র সদস্য; ফলে বাংলাদেশ মণ্ডলী এশিয়ার মণ্ডলীর এই যৌথ পথচলার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দ্বাদশ প্লেনারির মূল প্রতিপাদ্য ছিল–"Synodal Conversion and the Mission to Be Bridges and Bridge-builders in Asia"–অর্থাৎ, সিনোডাল রূপান্তর এবং এশিয়ায় সেতু ও সেতু-নির্মাতা হওয়ার মিশন। আসলে সিনোডাল মণ্ডলী হবার আহ্বানই এই দ্বাদশ প্লেনারী সভার মূল বিষয়। সিনোডালিটি কেবল একসঙ্গে সভা করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি পদ্ধতি নয়; এটি হৃদয়ের রূপান্তর, পরস্পরের কথা শোনা, সম্পর্কের নবায়ন এবং মিশনের দিকে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার একটি পথ। চূড়ান্ত বার্তায় বলা হয়েছে–কাঠামো পরিবর্তনের আগে হৃদয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন; প্রতিষ্ঠান নবায়নের আগে সম্পর্কের নবায়ন প্রয়োজন। তাই এশিয়ার মণ্ডলীকে আরও শ্রবণশীল, অংশগ্রহণমূলক, সংলাপমুখী ও মিশনারি হয়ে ওঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে শান্তি, সংলাপ ও সম্প্রীতির সেতু গড়ে তোলা, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং যুবসমাজ ও খ্রিস্টভক্তদের মণ্ডলীর জীবনে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এফএবিসি'তে বিশেষভাবে এফএবিসি'র দ্বাদশ প্লেনারী সভায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের বিশপগণ শুধু অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন না; এফএবিসি'র বিভিন্ন দায়িত্ব ও কার্যক্রমেও বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এশিয়ার সিনোডাল পথচলা ও সেতু-নির্মাণের ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বরিশালের বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও এফএবিসি'র Office of Laity and Family-এর চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রামের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার এফএবিসি'র Office of Priest and Religious-এর চেয়ারম্যান হিসেবে এবং সিলেটের বিশপ ফ্রান্সিস শরৎ গমেজ এফএবিসি'র Office of Laity and Family-এর সদস্য হিসেবে এফএবিসি'র বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে এশীয় মণ্ডলীর অভিন্ন মিশনে অবদান রাখছেন।

এখন প্রশ্ন হলো- এফএসিবি দ্বাদশ প্লেনারীর শিক্ষা বাংলাদেশের মণ্ডলীতে কীভাবে বাস্তবায়িত হবে?

প্রথমত, আমাদের মণ্ডলীকে আরও শ্রবণশীল ও অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। বিশপ, পুরোহিত ও খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রবণ ও সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে যুবক-যুবতী, নারী, পরিবার, আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠকে মণ্ডলীর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তে গুরুত্ব দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের বহুধর্মীয় সমাজে মণ্ডলীকে আরও কার্যকরভাবে "সেতু-নির্মাতা" হতে হবে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সামাজিক সহযোগিতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

তৃতীয়ত, প্যারিশভিত্তিক সিনোডাল পথচলা শুরু করা প্রয়োজন–নিয়মিত শ্রবণসভা, যুবসমাজের অংশগ্রহণ, পরিবারভিত্তিক কার্যক্রম, খ্রিস্টভক্তদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং স্থানীয় মানুষের বাস্তব সমস্যাকে মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

চতুর্থত, দরিদ্র, প্রান্তিক ও অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, পরিবেশ রক্ষা এবং ডিজিটাল জগতে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার পক্ষে কাজ করাকে মণ্ডলীর মিশনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ করতে হবে।

এফএবিসি'র সঙ্গে বাংলাদেশের পথচলা তাই কেবল সভা-সম্মেলনে অংশগ্রহণের বিষয় নয়; এটি এশীয় পর্যায়ে মিশনের অংশীদারিত্ব। জাকার্তায় যে আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে, তার বাস্তব পরীক্ষা হবে বাংলাদেশের ধর্মপল্লী, পরিবার, যুবসমাজ ও সমাজজীবনে। আজ আমাদের মণ্ডলীর প্রয়োজন–শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের কাছে যাওয়া; দেয়াল নয়, সেতু নির্মাণ করা; একা নয়, একসঙ্গে পথ চলা। তাহলেই সাধু যোহনের সুসমাচারের সেই প্রতিশ্রুতি–"তুমি আরও বৃহত্তর কিছু দেখতে পাবে"–বাংলাদেশ মণ্ডলীর জীবনেও বাস্তব হয়ে উঠবে যদি বাংলাদেশ মণ্ডলী নিজের গণ্ডির বাইরে সেবাদানের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে ও সেবা দিতে উন্মুক্ত হয়। †

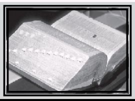

স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে। (মথি ১৬:১৯)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

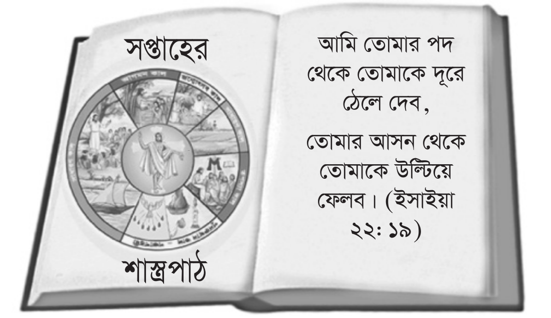

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৩ আগস্ট - ২৯ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২৩ আগস্ট, রবিবার
সাধারণকালের ২১তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
ইসা ২২: ১৯-২৩, সাম ১৩৮: ১-৩, ৬, ৮, রোম ১১: ৩৩-৩৬, মথি ১৬: ১৩-২০

২৪ আগস্ট, সোমবার
সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত-এর *পর্ব*
প্রত্যা ২১: ৯-১৪, সাম ১৪৪: ১০-১৩, ১৭-১৮, যোহন ১: ৪৫-৫১

২৫ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ২১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
সাধু লুইস/ সাধু যোসেফ কালাসাঞ্জ, যাজক
২ থেসা ২: ১-৩, ১৪-১৭, সাম ৯৬: ১০-১৩, মথি ২৩: ২৩-২৬

২৬ আগস্ট, বুধবার
সাধারণকালের ২১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
২ থেসা ৩: ৬-১০, ১৬-১৮, সাম ১২৮: ১-২, ৪-৫, মথি ২৩: ২৭-৩২

২৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ২১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
সাধ্বী মনিকা, *স্মরণদিবস*
১ করি ১: ১-৯, সাম ১৪৫: ২-৭, মথি ২৪: ৪২-৫১

২৮ আগস্ট, শুক্রবার
সাধারণকালের ২১তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
১ করি ১: ১৭-২৫, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১০-১১, মথি ২৫: ১-১৩

২৯ আগস্ট, শনিবার
সাধারণকালের ২১তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
দীক্ষাগুরু যোহনের শিরচ্ছেদ, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান
জেরে ১: ১৭-১৯, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, মার্ক ৬: ১৭-২৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৪২ ফা. যোসেফ হারেল, সিএসসি
+ ২০১৮ সি. নাজারিনা আগ্নেশ পারই, এসসি

২৪ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৭৫ সি. মেরী অব লূর্দস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৫ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ব্রা. মালাকি রবার্ট ও'ব্রায়েন, সিএসসি (ঢাকা)

২৬ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৯৪ সি. এম. থেকলা, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১১ ফা. আন্তনীও ফলিয়ানী, এসএক্স (খুলনা)

২৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৩ সি. মেরী গ্রেট্রুড, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রা. মার্সেল ডুশেন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফা. জেমস তোবিন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ সি. এম. লিনেট, এমসি
+ ২০২২ সি. মেরী তেরেজা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৮ আগস্ট, শুক্রবার
+ ২০০৫ সি. এম. বেনেডিক্ট গমেজ, আরএনডিএম (ঢাকা)

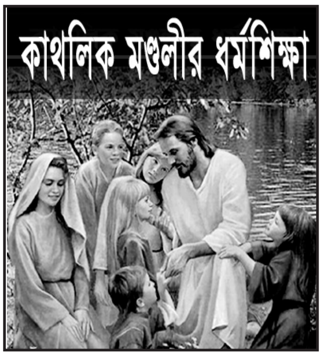

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

(ক) মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা

পবিত্র ইতিহাসের সাক্ষ্য

২২৫৯ কাইন কর্তৃক তার ভাই আবেলের হত্যার কাহিনীতে পবিত্র শাস্ত্র মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই আদিপাপের ফলস্বরূপ মানুষের মধ্যে যে ক্রোধ ও ঈর্ষা ছিল তা-ই প্রকাশ করে। মানুষ তার সহ-ভাইয়ের শত্রু হল। ঈশ্বর এই ভ্রাতৃহত্যার কাজ যে কত জঘন্য অপরাধ তা এভাবে প্রকাশ করেন: "তুমি কি করেছ? শোন! তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটি থেকে আমার কাছে চিৎকার করছে। আর এখন, অভিশপ্ত তুমি! বিচ্যুত হও সেই মাটি থেকে যা তোমার হাতের কর্মের ফলে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ করতে মুখ খুলেছে।"

২২৬০ ঈশ্বর এবং মানব জাতির মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির মধ্যে মানব জীবন যে ঈশ্বরের দান এবং মানুষের স্বভাব যে খুনীসুলভ সন্ত্রাসের দ্বারা কুলষিত তা বহুবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে:

তোমাদের কাছ থেকে আমি তোমাদের রক্তের, অর্থাৎ তোমাদের প্রাণের হিসাব আদায় করব... যে কেউ মানুষের রক্ত ঝরাবে, মানুষ দ্বারাই তার রক্ত ঝরানো হবে; কেননা পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি মানুষকে নির্মাণ করেছেন।"

প্রাক্তন সন্ধি রক্তকে সর্বদাই জীবনের পবিত্র চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই শিক্ষা সর্বযুগেই অপরিহার্য।

২২৬১ পঞ্চম আজ্ঞার যা-কিছু নিষেধ করা হয়েছে পবিত্র শাস্ত্র তা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে: "নির্দোষ বা ধার্মিকের প্রাণ নাশ করবে না।" ইচ্ছাকৃতভাবে একজন নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণ নাশ করার অর্থ মানুষের মর্যাদা, সুবর্ণনীতি এবং সৃষ্টিকর্তার পবিত্রতার বিরুদ্ধে মারাত্মক অপরাধ। এই নিষেধাজ্ঞা সার্বজনীনভাবেই বৈধ: এই আদেশ সবাই সর্বদা এবং সর্বত্র মানতে বাধ্য।

২২৬২ পর্বতের উপর উপদেশে প্রভু এই আজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দেন, "তুমি নরহত্যা করবে না", আর এই নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে তিনি যোগ করেন রাগ, ঘৃণা এবং প্রতিশোধ। তবে যীশু তাঁর শিষ্যদের আরও বেশী কিছু করতে বলেন। তাদের শত্রুদেরও ভালবাসতে অন্য গালটিও পেতে দিতে বলেন। তিনি নিজেও শত্রুকে প্রতিরোধ করেন নি এবং পিতরকে তিনি বলেছিলেন তার তরবারি তার খাপে রাখতে।

ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষা

২২৬৩ ব্যক্তি এবং সমাজের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষা কখনো নির্দোষ ব্যক্তির ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রম হতে পারে না। "আত্মরক্ষার কাজটির দ্বৈত ফল থাকতে পারে: নিজের জীবন রক্ষা করা এবং আগ্রাসীকে হত্যা করা... এর একটি উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত, কিন্তু পরটি নয়।"

২২৬৪ নিজ জীবনকে ভালবাসা নৈতিকতার একটি মৌলিক নীতি হিসেবে গণ্য নিজের জীবন রক্ষা করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা চেষ্টা ন্যায়সঙ্গত। কেউ যদি নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য আগ্রাসীকে মারাত্মকভাবে আহত করতে বাধ্য হয়, তা হলে সে হত্যার দায়ে দোষী নয়।

কোন মানুষ যদি আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ প্রয়োজন তার চাইতে বেশী সহিংসতা প্রকাশ করে তবে তা ন্যায়সঙ্গত নয়: পক্ষান্তরে কেউ যদি পরিমিত বলপ্রয়োগ ক'রে আক্রমণ প্রতিহত করে তবে তার আত্মরক্ষা ন্যায়সম্মত।... পরিত্রাণ লাভের জন্য অন্য মানুষকে হত্যা-করা এড়ানোর খাতিরে পরিমিত বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই, কেননা অপরের জীবনের চাইতে নিজের জীবনের বেশী যত্ন নেয়া তার কর্তব্য।

ফেডারেশন অফ এশিয়ান বিশপস্ কনফারেন্স (এফ.এ.বি.সি) এর দ্বাদশ প্লেনারী সভায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা বিশ্ব ও মাণ্ডলিক জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও নতুনত্ব এনেছে। স্থানীয় মণ্ডলীর জীবন ও সেবাকাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে (মহাদেশে) একত্রে কাজ ও পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে পোপ ষষ্ঠ পৌলের ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে আগমন উপলক্ষে এশিয়ার বিশপগণ সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন সেখানে তখনই ফেডারেশন অফ এশিয়ান বিশপ্ কনফারেন্স গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাইওয়ানের তাইপে নগরীতে ফেডারেশন অফ এশিয়ান বিশপ্ কনফারেন্স (এফ.এ.বি.সি) ১৯-২২ এপ্রিল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৭টি দেশের বিশপ সম্মিলনী: পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং মধ্য পূর্ব এশিয়াকে নিয়ে এটা গঠিত হয়।

এশিয়া মহাদেশে অন্যান্য মহাদেশের চেয়ে জনসংখ্য অনেক বেশী, এখানে অনেক ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি রয়েছে। আবার এই মহাদেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাই খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর কাজ হলো এশিয়ার খ্রিস্টমণ্ডলী হয়ে উঠা। এশিয়া মণ্ডলীর একত্রে পথ চলার ৫০ বছরের জুবিলী আমরা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংককে পালন করেছি। এই মহাদেশে রয়েছে ৪.৬ বিলিয়ন মানুষ তার মধ্যে ১৫০ মিলিয়ন হলো কাথলিক মোট জনসংখ্যার ৩.৩১%। তথাপি খ্রিস্টধর্ম তার প্রচার ও সেবাকাজের মধ্য দিয়ে এই মহাদেশের অনেক মানুষের জীবনে বয়ে এনেছে সত্য, মঙ্গল ও আশার বাণী এবং সেবা কাজ এই মহাদেশের মানুষের জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে। এফ.এ.বি.সি-এর নিয়মাবলী ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভাটিকান কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। নিয়মাবলীতে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে: এফ.এ.বি.সি-এর উদ্দেশ্য হিসেবে হলো সদস্য ধর্মপ্রদেশগুলোর মধ্যে একটা একাত্মতা সৃষ্টি এবং সহ-দায়িত্ব পালন করে মণ্ডলী এবং সমাজের কল্যাণ এবং সামগ্রিক ভাল (কল্যাণকর-মঙ্গলজনক) দিকগুলোকে সুরক্ষা দান করা।

এফ.এ.বি.সি-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন কার্ডিলান ফিলিপ নেরী, গোয়া মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ, সহকারী প্রেসিডেন্ট হলেন কার্ডিনাল পাবলো ডেভিড অ্যামবো ফিলিপাইন থেকে এবং সেক্রেটারী জেনারেল হলেন কার্ডিনাল টারসিসিও কিকুকী জাপান থেকে। এখানে উল্লেখ না করলেই নয় যে, এই এফ.এ.বি.সি গঠনের পিছনে যার অমূল্য আবদান রয়েছে তিনি হলেন অবসরপ্রাপ্ত কার্ডিনাল ওসবল্ড গ্রাসিয়াস যিনি মুম্বাই মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ ছিলেন।

এফ.এ.বি.সি এর সম্মেলনে আর্চবিশপ বিজয় ডি' ক্রুজ ওএমআই

প্লেনারী সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর। অবশ্য প্রতিবছর প্রতিটি দেশের বিশপ সম্মিলনীর প্রধান এবং নয়টি অফিসের প্রধান ও সেক্রেটারীগণ মিলিত হন। প্রতিটি প্লেনারী সভাতে এশিয়ার জন্য উপযোগী বিষয়বস্তু বেছে নেয়া হয় এবং এই মহাদেশের বিভিন্ন সমস্যা ও উদ্বেগের কথা আলাপ-আলোচনা এবং একত্রে সম্ভাব্য সমাধান খোঁজা। দ্বাদশ প্লেনারী সভার বিষয়বস্তু ছিল: "মনপরিবর্তন (সিনডাল) এবং সেতুবন্ধন হওয়া এবং এশিয়াতে সেতুবন্ধন স্থাপন করা"। এশিয়াতে আমাদের মিশন হলো সিনডাল মণ্ডলীর আলোকে আমাদের হৃদয়মন পরিবর্তন এবং মিলন ও একতার সাক্ষ্য বহন করা এবং ধর্মে-ধর্মে, মানুষে-মানুষে এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করা। এশিয়া হলো এমন একটি সমৃদ্ধ মহাদেশ যেখানে রয়েছে বৈচিত্রপূর্ণ অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত ভূ-প্রকৃতি, অনেক ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মানুষ। সেতুবন্ধন স্থাপনের জন্য ধর্মগুলোর মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া, একতা, সম্প্রীতি এবং আন্তরিক সংলাপ প্রয়োজন। এর জন্য প্রথমই প্রয়োজন অন্য ধর্মের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব, অন্য ধর্মের সুন্দর দিকগুলো আবিষ্কার করা এবং মানুষের জীবনে ধর্মের সুন্দর প্রভাব। আমরা সন্দেহ, বৈষম্য, অশুভ প্রতিযোগিতা, বিচ্ছেদের দেওয়াল ভেঙ্গে ভালবাসা, শান্তি, মৈত্রী, একতার সেতুবন্ধন স্থাপন করতে চাই। যেমনটি পোপ ফ্রান্সিস ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সিংগাপুরে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দদের সাথে সংলাপ করার সময় বলেছিলেন: "সকল ধর্মই হলো একটা যাত্রা যা আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়"। এটা অন্য ধর্মকে স্বীকৃতি, সম্মান এবং অন্য ধর্মের প্রতি অনেক উদার, ব্যাপক এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবেরই প্রকাশ। অন্যের ধর্ম শুধু অন্য মানুষের ধর্ম নয়। অন্য ধর্ম হলো আমার প্রতিবেশীর ধর্ম। প্রতিবেশীর ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে আমরা কোন দিন প্রতিবেশীকে ভালবাসতে পারি না। ঈশ্বরকে ভালবাসার সাথে প্রতিবেশীকে ভালবাসার গভীর একটা সংযোগ রয়েছে। একটা ছাড়া অন্যটা সম্ভব নয়।

এই দ্বাদশ ফেডারেশন অফ এশিয়ান বিশপস্ কনফারেন্স (এফ.এ.বি.সি) অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা শহরে। বিভিন্ন দেশ থেকে ১০০ উপরে প্রতিনিধি ছিলেন কিন্তু ভোট দাতাদের সংখ্যা ছিল ৭১ জন। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, আমি, বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স এবং বিশপ সেবেষ্টিয়ান টুডু যেতে পারেন নি। ২০ জুলাই আমরা চারজন জাকার্তা গিয়ে পৌছি বিশাল বড় একটা হোটেলে আমাদের এই প্রোগ্রাম করেছিলাম। হোটেলটির মালিক একজন খ্রিস্টান। আমাদেরকে অনেক আতিথেয়তা ও সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন। ২১ জুলাই থেকে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়। আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম দিনেই বাংলাদেশ মণ্ডলীর উপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করি। ফাদার বুলবুল খ্রিষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে সুন্দর ভিডিও করে দিয়েছিলেন। বিশপ ইম্মানুয়েল, তিনি এফ.এ.বি.সি এর খ্রিস্টভক্ত ও পরিবার অফিসের প্রধান হিসাবে তাদের কার্যকলাপ এবং ভষিতের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হলেন উৎসর্গীকৃত জীবন নামক অফিসের প্রেসিডেন্ট। তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাই তার সেক্রেটারী এই দপ্তরের কার্যকলাপ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ থেকে এফ.এ.বি.সি এর নয়টা অফিসের মধ্যে দু'টো অফিসের প্রধান হিসাবে আমাদের দু'জন বিশপ যথাযোগ্যভাবে দায়িত্ব পালন করে। কার্ডিনাল প্যাট্রিক এক্স অফিসো মেম্বার এবং আমিও বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে প্রতিবছর বাৎসরিক মিটিং গুলোতে অংশ গ্রহণ করি। আমিও একদিন সঞ্চালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমরা বাংলাদেশী বিশপগণ সক্রিয়ভাবে প্রতিটি সেশনে অংশগ্রহণ করেছি। এইভাবে কার্ডিনালের সাথে এবং আমার সাথেও এশিয়া মহাদেশের অনেক বিশপদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেশগুলোর আগে-পরে অনেকের সাথে অনেক সহভাগিতা করার অনেক সুন্দর সুযোগ তৈরী হয়। সময় থাকলে একসাথে আমরা পার্শ্ববর্তী পার্কে হাঁটতেও গিয়েছিলাম কয়েকবার। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে একে অপরের সাথে আমাদের সম্পর্ক দিন দিন আরও গভীর হচ্ছে। শেষদিন যাত্রার দিনে আমি শেষ খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করার সুযোগও হয়েছিল। আমাদের এই মিটিং, একত্রে থাকা-খাওয়া, আলাপ আলোচনা আমাদেরকে অনেক সমৃদ্ধ করছে।

আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে কার্ডিনাল আন্তনীয় তাগলে যিনি দ্বিতীয় দিনে আমাদের জন্য খ্রিস্টযাগসহ আরও দু'টো আধ্যাত্মিক বক্তব্য দান করেন। সিনোডালিটির আধ্যাত্মিকতা হলো একটা আহ্বান যা আমাদের সেতু হওয়া এবং সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে ডাক দিচ্ছে এবং তোমরা আরও মহান কিছু দেখতে পাবে: পালকীয় নেতাদের মনপরিবর্তনের (সিনডীয়) আহ্বান। আরও ছিলেন বিশ্ব সিনডাল মণ্ডলীর সেক্রেটারী জেনারেল কার্ডিনাল মারিয়ো গ্রেক এবং সাথে ছিলেন ফাদার যাকো কস্তা। তারা দু'জন সিনডাল মণ্ডলী বাস্তবায়নের পথগুলো নির্দেশ করেন। পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও আমাদের জন্য একটা বাণীও প্রেরণ করেছিলেন। পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর সংক্ষিপ্ত বাণীতে আমাদেরকে বলেছেন, এশিয়া মণ্ডলীগুলোর মধ্যে একটা একাত্মতা ও মিলন থাকা একান্ত প্রয়োজন যদি তারা বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সমাজে সেতুবন্ধন স্থাপনের মিশন দায়িত্ব পালন করতে চায়।

আমাদের এই প্রোগ্রামের শেষ দিন ছিল ২৬ জুলাই রোববার সকালে জাকার্তা ক্যাথিড্রালে মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা। যেখানে জাকার্তা মহাধর্মপ্রদেশের কার্ডিনাল ইগ্নেসিউস সুহারিও পৌরহিত্য করেছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন এলাকার কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে খ্রিস্টযাগের পূর্বে আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বরণ করে নেয়া হয়। সাথে অনেক উপহার সামগ্রীও প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের পর এই মহাধর্মপ্রদেশ আমাদের সবার জন্য অনেক বড় একটা মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আহার শেষে স্বর্গোন্নীতা কুমারী মারীয়ার ক্যাথিড্রাল থেকে ভ্রাতৃত্ব টানেলের মধ্য দিয়ে ইস্তিকলাল মসজিদ চত্ত্বরে উপস্থিত হই। এই মসজিদটি হলো এই অঞ্চলের মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ মসজিদ। মসজিদের খতিব মহোদয় মসজিদ থেকে শুরু করে পুরো কমপ্লেক্সটি ঘুরিয়ে দেখান। শেষে আমাদেরকে সম্বর্ধনা দান করেন এবং একে অপরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। এই টানেলটি দু'ধর্মের ভ্রাতৃত্বের সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এফ.এ.বি.সি এর মধ্য দিয়ে আমরা এশিয়ার বিশপগণ একে আপরের কাছে এসেছি। দিন দিন আমাদের সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এশিয়াকে চিনতে আমাদেরকে সাহায্য করছে। সিনডীয় মনপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা এশিয়াতে একটি শক্তিশালী সিনডীয় মণ্ডলী গড়ে তুলবো। একে অপরের সাথে আরও মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হবো। আমরা আরও সিনডাল মিশনারী মণ্ডলী হয়ে উঠবো। যে মণ্ডলী অন্যের কথা অন্তর দিয়ে শুনবে, অন্যের জন্য আমাদের দ্বার উন্মুক্ত রাখবো, আমাদের চার দেওয়ালের সীমা অতিক্রম করবো এবং সবার সাথে একসাথে পথ চলবো নম্রতা ও গভীর আশা নিয়ে। ৯০

সিনোডালিটি মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র এবং এর মাধ্যমে সেতু গড়িঃ এফএবিসি'র দ্বাদশ প্লেনারী সভার আহ্বান

এশিয়ার বৈচিত্র্যময় বাস্তবতার মধ্যে মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ মিশন, সিনোডাল রূপান্তর, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, শান্তি, ন্যায়, পরিবেশ, যুবসমাজ ও প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা, আলোচনা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো এশীয় বিশপ সম্মেলনসমূহের ফেডারেশন– 'Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)-এর দ্বাদশ প্লেনারী অ্যাসেম্বলি। ২০ থেকে ২৬ জুলাই ২০২৬ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এই সভায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের কার্ডিনাল, বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী-সন্ন্যাসব্রতিনী, ধর্মতাত্ত্বিক ও সাধারণ খ্রিস্টবিশ্বাসীসহ ১২০-এর বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অ্যাসেম্বলির মূল প্রতিপাদ্য ছিল–"You Will See Greater Things..." (John 1:50): The Call to Synodal Conversion and the Mission to Be Bridges and Bridge-Builders in Asia অর্থাৎ"তোমরা আরও বড় কিছু দেখতে পাবে"–সিনোডাল রূপান্তরের আহ্বান এবং এশিয়ায় সেতু ও সেতু-নির্মাতা হওয়ার মিশন। যোহন ১:৫০-এর এই বাণী পুরো সভার আধ্যাত্মিক ও পালকীয় দিকনির্দেশনার কেন্দ্রে ছিল।

এফএবিসি দ্বাদশ প্লেনারীতে বাংলাদেশের বিশপদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ: এশিয়ার মণ্ডলীর এই বৃহৎ সমাবেশে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের বিশপরা শুধু অংশগ্রহণকারী হিসেবেই নয়, FABC-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে এশীয় মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ ভাবনায় অবদান রেখেছেন।

ঢাকার আর্চবিশপ এবং বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, সমাবেশের প্রাক্কালে এশিয়ায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বিশেষ গুরুত্ব পায়। তিনি বলেন, অন্য ধর্মকে শুধু "অন্য ধর্ম" হিসেবে না দেখে "আমাদের প্রতিবেশীদের ধর্ম" হিসেবে দেখা প্রয়োজন। তাঁর মতে, প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হলে তার বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতিও সম্মান দেখাতে হবে। বাংলাদেশের মতো বহুধর্মীয় সমাজে এ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর্চবিশপ ডি'ক্রুজ মনে করেন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ শুধু তাত্ত্বিক বিষয় নয়; বরং এটি বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার বাস্তব পথ। বাংলাদেশে ক্যাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞতাকেও তিনি এর একটি কার্যকর উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন।

বরিশালের বিশপ ইমানুয়েল কে. রোজারিও FABC-এর Office of Laity and Family-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিশপ রোজারিওর নেতৃত্বে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে বলা হয়, এশিয়ার মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ শুধু বিশপ, যাজক ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করবে না; পরিবার, নারী, যুবক-যুবতী ও সাধারণ বিশ্বাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণও অপরিহার্য। সাধারণ বিশ্বাসীদের শুধু "সহযোগী" নয়, মণ্ডলীর মিশনের সহ-দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

প্লেনারীর মূল শিক্ষা: সিনোডাল রূপান্তর - কাঠামোর আগে হৃদয়ের পরিবর্তন

অ্যাসেম্বলির অন্যতম প্রধান শিক্ষা ছিল–সিনোডালিটি কেবল নতুন কাঠামো, নিয়ম বা প্রশাসনিক পদ্ধতির নাম নয়; এটি প্রথমত হৃদয়ের রূপান্তর ও একসঙ্গে পথচলার আধ্যাত্মিকতা।

ফিলিপাইনের কার্ডিনাল লুইস আন্তোনিও তাগলে সমাবেশের নির্জনধ্যান পরিচালনা করতে গিয়ে বলেন, প্রকৃত সিনোডাল রূপান্তর শুরু হয় অন্য মানুষকে যেভাবে দেখা হয়, সেখান থেকে। যিশুর চোখে অন্যকে দেখতে শেখাই সিনোডাল রূপান্তরের সূচনা। পূর্বধারণা, stereotype বা শুধু মানবিক বিচার দিয়ে মানুষকে দেখলে সত্যিকারের সিনোডাল মণ্ডলী গড়ে উঠতে পারে না। তিনি আরও আহ্বান জানান, এশিয়ার মণ্ডলী যেন সমাজের প্রান্তিক, অবহেলিত ও অদৃশ্য মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ চিনতে শেখে। মারীয়া মাগদালার উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশ -এ আজও অনেক 'মারীয়া মাগদালানা' আছেন–যাঁদের ঈশ্বর আশার সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করছেন, অথচ সমাজ তাঁদের দেখতে পাচ্ছে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের জন্যও গভীর তাৎপর্য বহন করে। দলিত, আদিবাসী, নারী, অভিবাসী, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠ শোনা এবং তাঁদের মণ্ডলীর জীবনে সক্রিয় অংশীদার করা বাংলাদেশের সিনোডাল পথচলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে।

ঐক্যই হবে এশিয়ার মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য: FABC-এর Associate Secretary এবং Commission for Synodality-এর নির্বাহী সচিব ফাদার ক্ল্যারেন্স দেবদাস এশীয় মণ্ডলীর সামনে একটি সরল কিন্তু শক্তিশালী বার্তা তুলে ধরেন–"Unity/ঐক্য"

তাঁর মতে, এশিয়ার বৈচিত্র্য কখনও কখনও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও, মণ্ডলী যদি পার্থক্যের পরিবর্তে যা মানুষকে এক করে তার ওপর গুরুত্ব দেয়, তবে ঐক্যই মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। তিনি মনে করিয়ে দেন, মণ্ডলী শুধু বিশপ বা যাজকদের নয়; বাপ্তিস্মের মাধ্যমে প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈশ্বরের জনগণের অংশ এবং মণ্ডলী গঠনের দায়িত্ব সকলের। তিনি আরও বলেন, সিনোডালিটি কোনো প্রশাসনিক পদ্ধতি নয়; এটি একটি জীবনধারা ও আধ্যাত্মিকতা। এর চর্চা ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ এবং সমগ্র এশীয় মণ্ডলীতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এশিয়ার বিভাজনের বাস্তবতা: মালয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. চুং পুই ই এশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক, জাতিগত ও সামাজিক বিভাজন শুধু সমাজে সীমাবদ্ধ থাকে না–তা মণ্ডলীর দরজায় এসে থেমেও যায় না। এই বিভাজন মণ্ডলীর জীবনেও প্রবেশ করতে পারে। তাই এশিয়ার মণ্ডলীকে শুধু সমাজের বিভাজন দূর করার আহ্বান জানালেই হবে না; নিজেদের মধ্যেও বিভাজন, clericalism, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও পারস্পরিক দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

তথ্যের চেয়ে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক বিচক্ষণতা: চেক ধর্মতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী মন্সিনিয়র অধ্যাপক টমাস হালিক এশীয় মণ্ডলীকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আরও গভীর spiritual discernment-এর আহ্বান জানান। তাঁর মতে, আজকের বিশ্বে শুধু বেশি তথ্য সংগ্রহ করলেই চলবে না; প্রয়োজন আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা–যাতে পরিবর্তনের মধ্যেও ঈশ্বরের আহ্বানকে শনাক্ত করা যায়। এই শিক্ষা ডিজিটাল যুগের মণ্ডলীর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, misinformation ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির মধ্যে মণ্ডলীকে শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার নয়, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক discernment-এর মাধ্যমে পথ চলতে হবে।

পরিবার, নারী ও যুবসমাজ- ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর কেন্দ্র: FABC Office of Laity and Family-এর আলোচনায় পরিবারকে মণ্ডলীর synodal life-এর অন্যতম ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়েছে। নারী, যুবসমাজ ও সাধারণ বিশ্বাসীদের নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে আরও কার্যকর অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে পরিবারকে পরিবেশ রক্ষার প্রথম বিদ্যালয় হিসেবে দেখা হয়েছে। যুবকদের ক্ষেত্রে শুধু Church activities-এ অংশগ্রহণ নয়, বরং স্কুল, কর্মক্ষেত্র ও digital world-এ Gospel-এর সাক্ষী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল যুগ: সভায় প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। FABC-এর আলোচনায় AI-কে শুধু ভয় বা হুমকি হিসেবে না দেখে, মানবমর্যাদা ও নৈতিকতার আলোকে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উঠে আসে। সমাবেশ-পরবর্তী FABC আলোচনায় বিশেষভাবে বলা হয়, AI-এর কারণে আতঙ্কিত না হয়ে এর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি উভয়কেই discernment-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। (এখানে বাংলাদেশের মণ্ডলীর জন্যও একটি বড় সুযোগ রয়েছে। Digital evangelization, media literacy, responsible communication এবং AI ethics নিয়ে priest, religious, youth I lay leaders-দের formation এখন সময়ের দাবি।

মানবিক বিশ্ব নির্মাণই প্রেরণকর্ম/মিশনের লক্ষ্য: FABC-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল পাবলো ভার্জিলিও ডেভিড স্পষ্ট করে বলেন, এশিয়ায় মণ্ডলীর মিশন কেবল নতুন সদস্যের সংখ্যা বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের মর্যাদা রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং common good-এর জন্য কাজ করাই মণ্ডলীর মিশনের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। এই বক্তব্য এশীয় মণ্ডলীর মঙ্গলবাণী ঘোষণার ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে। মানুষের জীবন, মর্যাদা, শান্তি, ন্যায়, সামাজিক সম্প্রীতি ও পরিবেশের সুরক্ষা–সবই মণ্ডলীর evangelizing mission-এর অংশ।

পোপ লিও চতুর্দশের আহ্বান: সমাবেশের প্রতি পোপ লিও চতুর্দশের বার্তাও ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এশিয়ার বিশপদের স্মরণ করিয়ে দেন যে যিশুই ঈশ্বরের সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের/ communion-এর উৎস। তাই স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে খ্রিস্টপ্রসাদীয় আধ্যাত্মিকতা ও মাণ্ডলিক ঐক্য/ Eucharistic spirituality ও ecclesial unity আরও গভীর করতে হবে। পোপের আহ্বান ছিল, স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর পারস্পরিক communion শক্তিশালী হলে তা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে ঈশ্বরের উপস্থিতির আরও দৃশ্যমান চিহ্ন হয়ে উঠবে এবং মণ্ডলী আরও কার্যকরভাবে “bridge-builders” হিসেবে কাজ করতে পারবে।

চূড়ান্ত বার্তা : “তোমরা আরও বড় কিছু দেখতে পাবে”

২৬ জুলাই সমাবেশের সমাপ্তিতে প্রকাশিত হয় “You Will See Greater Things” (John 1:50) শিরোনামের Message to the Peoples of Asia। এটি এশিয়ার জনগণের উদ্দেশে FABC-এর দ্বাদশ প্লেনারি অ্যাসেম্বলির গুরুত্বপূর্ণ চূড়ান্ত বার্তা।

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এবং এশিয়ার সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ,

প্রভু যিশুর কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ থেকে ২৬ জুলাই ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় আমরা এশিয়ার বিশপগণ, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ, সহযোগী ও বন্ধুগণ একত্রিত হয়ে এশীয় বিশপ সম্মেলনসমূহের ফেডারেশন (FABC)-এর দ্বাদশ প্লেনারি অ্যাসেম্বলিতে একসঙ্গে পথ চলার এই সুযোগ এবং আমাদের মিলন-সম্প্রদায়ের এই উপহারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

নাথানায়েলের প্রতি প্রভুর প্রতিশ্রুতি এই দিনগুলোতে আমাদের পথ দেখিয়েছে: “তুমি আরও বড় বড় বিষয় দেখতে পাবে।” নাথানায়েলের মতো আমরাও নিজেদের প্রশ্ন, উদ্বেগ ও সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিলাম। তার মতো আমরাও সেই প্রভুর সাক্ষাৎ পেয়েছি, যিনি আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জানেন এবং যিনি কোমলভাবে আমাদের আহ্বান করেন– যেন আমরা ভয়, পূর্বধারণা ও অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে চোখ তুলে ঈশ্বরের রাজ্যের আরও বিস্তৃত দিগন্তের দিকে তাকাই।

প্রার্থনা, মনোযোগ দিয়ে শোনা, নীরবতা এবং “আত্মায় কথোপকথন” (Conversations in the Spirit)-এর এই দিনগুলোতে আমরা নতুনভাবে উপলব্ধি করেছি যে, সিনোডালিটি কেবল একসঙ্গে কাজ করার কোনো পদ্ধতি নয়; বরং এটি সর্বোপরি একটি রূপান্তরের পথ, যা মিশনের দিকে পরিচালিত করে। এটি আমাদের কাঠামোকে রূপান্তরিত করার আগে আমাদের হৃদয়কে রূপান্তরিত করে। এটি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নবায়ন করার আগে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে নবায়ন করে।

আমরা যখন একসঙ্গে বিবেচনা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পথ খুঁজেছি, তখন একটি ব্যাপক ঐকমত্য প্রকাশ পেয়েছে যে, এশিয়ার মণ্ডলীকে এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও বেশি করে একটি সেতু এবং সেতু-নির্মাতা হিসেবে আহ্বান করা হচ্ছে। এই আহ্বান অব্যাহত সিনোডাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হবে এবং একই সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি ও জনগণের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করবে।

আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে– মেরুকরণ, বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেঙে পড়া, ক্ষমতার সংস্কৃতি, দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অভিবাসন, পরিবেশের অবক্ষয়, গণতান্ত্রিক পরিসরের সংকোচন এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য–এসবকে কেবল অতিক্রম করার মতো বাধা হিসেবে দেখা হয় না। বরং এগুলোকে নতুন করে মিশনারি সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ হিসেবেও দেখা হয়। এর মাধ্যমে মণ্ডলীকে আহ্বান করা হচ্ছে শিক্ষা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, আতিথেয়তা, আমাদের অভিন্ন বাসভূমির যত্ন এবং মানবমর্যাদা ও সংহতির প্রতি আরও গভীর অঙ্গীকারের মাধ্যমে সুসমাচারকে আরও সত্য ও প্রামাণিকভাবে ধারণ করতে।

মণ্ডলীর অভ্যন্তরেও আমরা যাজকতান্ত্রিকতার অব্যাহত চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করি, যা সকল বাপ্তাইজিত মানুষের মধ্যে মিলন, অংশগ্রহণ ও যৌথ দায়িত্বশীলতার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এটি আমাদের অব্যাহত পালকীয় ও সিনোডাল রূপান্তরের আহ্বান জানায়– যেখানে শ্রবণ, সম্মিলিত বিচক্ষণতা এবং সেবামূলক নেতৃত্বের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

এই অ্যাসেম্বলি থেকে আমরা নতুন প্রত্যয় নিয়ে ফিরে যাচ্ছি যে, খ্রিস্ট নিজেই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে, ঈশ্বর ও মানবতার মধ্যে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং মানবজাতি ও আমাদের অভিন্ন বাসভূমির মধ্যে জীবন্ত সেতু। তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ হলো–আমাদের নিজস্ব সময় ও পরিবেশে তাঁর নামে সেতু ও সেতু-নির্মাতা হয়ে ওঠা।

এশিয়া–প্রাচীন সভ্যতা, প্রাণবন্ত প্রধান ধর্মসমূহ এবং বিপুলসংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট এই মহাদেশে–আমাদের সেতু ও সেতু-নির্মাতা হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে:

- যেখানে অন্যরা সন্দেহের দেয়াল নির্মাণ করে, সেখানে বিশ্বাস ও সংলাপের সেতু হতে;
- যেখানে সহিংসতা ও সংঘাত সমাজকে বিভক্ত করে, সেখানে শান্তির সেতু হতে;
- যেখানে দরিদ্র, দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষ মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, সেখানে মমতার সেতু হতে;
- এবং দ্রুত সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, বৈশ্বিক বিভাজন ও আমাদের অভিন্ন বাসভূমিকে হুমকির মুখে ফেলা পরিবেশগত সংকটের মধ্যে অর্থের সন্ধানরত তরুণদের জন্য আশার সেতু হতে।

ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের এই পথচলা আমাদের আহ্বানের একটি শক্তিশালী প্রতীক উপহার দিয়েছে। আমরা যখন বন্ধুত্বের সুড়ঙ্গ (Tunnel of Friendship) দিয়ে হেঁটেছি–যে সুড়ঙ্গ জাকার্তার আওয়ার লেডি অব দ্য অ্যাসাম্পশনের ক্যাথেড্রাল এবং ইস্তিকলাল মসজিদকে সংযুক্ত করেছে–তখন আমরা আবারও স্মরণ করেছি যে, আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রাচীর নয়, সেতু নির্মাণের আহ্বান জানায়।

এই অ্যাসেম্বলিতে পোপ লিও চতুর্দশ আমাদের যেমন বলেছেন, স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে আরও শক্তিশালী সম্প্রীতি ও ঐক্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে মণ্ডলীর সেতু-নির্মাণের মিশন পূর্ণ করার জন্য অপরিহার্য।

আমরা এখন অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছি–এমন একটি মিশনারি সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে ওঠার প্রত্যয় নিয়ে, যে মণ্ডলী গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে, দরজা খুলে দেয়, সীমারেখা অতিক্রম করে এবং বিনয় ও আশার সঙ্গে সকল মানুষের পাশে থেকে তাদের সঙ্গে পথ চলে।

আমরা এশিয়ার জনগণ ও সংস্কৃতির প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শোনার, দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের সঙ্গে সহযাত্রী হিসেবে পথ চলার এবং পরিবেশগত রূপান্তরের জরুরি আহ্বান গ্রহণের জন্য নিজেদের পুনরায় অঙ্গীকারবদ্ধ করছি–যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন একটি পৃথিবী উত্তরাধিকার হিসেবে পায়, যা সৃষ্টিকর্তার মঙ্গল ও সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটায়।

মারীয়া, এশিয়ার জননী ও মণ্ডলীর জননী, আমাদের এই তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হোন। পবিত্র আত্মা যেন মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশনের পথে আমাদের পরিচালিত করে চলেন। আর খ্রিস্ট, জীবন্ত সেতু, যেন আমাদের সংযোগ ও পুনর্মিলনের উপকরণে পরিণত করেন, যাতে সকল মানুষ তাঁর মধ্যে জীবনের পূর্ণতা আবিষ্কার করতে পারে।

আসুন, আরও বড় বড় কিছু দেখার নিশ্চিত আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে পথ চলি।

FABC-এর দ্বাদশ প্লেনারি অ্যাসেম্বলির সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে

ফিলিপে নেরী কার্ডিনাল ফেরাঁও
গোয়া ও দামানের আর্চবিশপ
সভাপতি, এফএবিসি

চূড়ান্ত বার্তায় এশিয়ার বর্তমান বাস্তবতার বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে–

- সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণ;
- যুদ্ধ, সংঘাত ও শান্তির সংকট;
- অভিবাসন;
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য;
- গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত হওয়া;
- পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট;
- দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন;
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ;
- ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজন;
- এবং মণ্ডলীর অভ্যন্তরে clericalism ও সহ-দায়িত্বের ঘাটতি।

তবে বিশপরা এসবকে শুধু সংকট হিসেবে দেখেননি। এগুলোকে তাঁরা প্রেরণকর্মে নতুন সম্ভাবনা হিসেবেও দেখেছেন–শিক্ষা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, আতিথেয়তা, পরিবেশ রক্ষা, মানবমর্যাদা, ন্যায় ও সংহতির মাধ্যমে মণ্ডলী নতুনভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে।

খ্রিস্ট–সেতু এবং মণ্ডলী–সেতু নির্মাতা

চূড়ান্ত বার্তার অন্যতম শক্তিশালী প্রতীক হলো খ্রিস্ট নিজেই "Living Bridge" বা জীবন্ত সেতু। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যিনি সেতুবন্ধন করেছেন, সেই খ্রিস্টের অনুসারীদেরও মানুষের মধ্যে বিভেদ নয়, সম্পর্ক ও সংযোগ গড়ে তুলতে হবে।

এ কারণেই অ্যাসেম্বলির সমাপ্তিতে একটি বিশেষ প্রতীকী কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জাকার্তার Cathedral of Our Lady of the

Assumption থেকে Istiqlal Mosque-এর সঙ্গে সংযোগকারী Tunnel of Friendship দিয়ে প্রতিনিধিদের যাত্রা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির এক শক্তিশালী প্রতীক হয়ে ওঠে। এটি দেখায়–মণ্ডলীর সেতু নির্মাণ কেবল একটি স্লোগান নয়; এটি বাস্তব সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের পথে চলার আহ্বান।

নতুন Synodal Governance-এর পথে FABC: সভার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল FABC-এর Statutes সংশোধন। ২৫ জুলাই প্রতিনিধিরা revised statutes অনুমোদন করেন, যার লক্ষ্য FABC-এর governance কাঠামোকে আরও synodal vision-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। সংশোধিত বিধি Holy See-এর confirmation-এর জন্য পাঠানো হবে।

একই সঙ্গে সমাবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো Vademecum on Synodality in Asia, অর্থাৎ এশীয় মণ্ডলীতে synodality বাস্তবায়নের একটি pastoral framework অনুমোদন।

এশিয়ার মণ্ডলীর জন্য আগামী দিনের দিগ্‌দর্শন: দ্বাদশ প্লেনারি অ্যাসেম্বলির আলোচনাগুলো একত্র করলে এশিয়ার মণ্ডলীর সামনে কয়েকটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ দেখা যায়।

প্রথমত, মণ্ডলীকে আরও synodal হতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পালকীয় পরিকল্পনা ও প্রেরণকর্মে বিশপ, যাজক, ধর্মীয় ও সাধারণ বিশ্বাসীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মণ্ডলীকে bridge-builder হতে হবে। ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি, ভাষা, রাজনৈতিক মত ও সামাজিক বিভাজনের মাঝেও মণ্ডলীকে শান্তি, সংলাপ ও পুনর্মিলনের শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে হবে।

তৃতীয়ত, আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে আরও গভীর করতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো বহুধর্মীয় সমাজে এটি মঙ্গলবাণী ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ পথ।

চতুর্থত, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের কাছে যেতে হবে। মণ্ডলীর mission-এর কেন্দ্র হতে হবে মানুষের মর্যাদা ও common good।

পঞ্চমত, নারী ও যুবসমাজকে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করতে হবে। তাঁদের শুধু programme-এর অংশগ্রহণকারী নয়, মণ্ডলীর প্রেরণকর্মে সহ-দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

ষষ্ঠত, পরিবেশ ও ecological conversion-কে পালকীয় প্রেরণকর্মের অংশ করতে হবে।

সপ্তমত, digital evangelization ও AI-এর ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।

অষ্টমত, স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা, সম্পদ, গবেষণা ও formation-এর আদান-প্রদান বাড়াতে হবে। FABC নিজেকে কোনো ওপরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে নয়, বরং এশিয়ার স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে communion ও সহযোগিতার একটি platform হিসেবে দেখে।

বাংলাদেশের জন্য কী বার্তা?

জাকার্তার এই সমাবেশ বাংলাদেশের মণ্ডলীর কাছেও একটি বিশেষ আহ্বান নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ এশিয়ার বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। তাই আর্চবিশপ ডি'ক্রুজের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অভিজ্ঞতা, বিশপ রোজারিওর lay participation ও family ministry নেতৃত্ব–সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মণ্ডলী এশীয় synodal journey-তে একটি বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য তাই প্রয়োজন–parish ও diocese পর্যায়ে synodal listening, আন্তঃধর্মীয় বন্ধুত্ব, যুব ও নারীর অংশগ্রহণ, আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠকে গুরুত্ব দেওয়া, পরিবেশ রক্ষা, digital communication formation এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আরও সক্রিয় ভূমিকা।

উপসংহার : "সেতু হই, প্রাচীর নয়"

এফএবিসির দ্বাদশ প্লেনারি অ্যাসেম্বলি শেষ হয়েছে, কিন্তু এর মিশন শেষ হয়নি। বরং এখন শুরু হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়–অ্যাসেম্বলির আলোচনাকে স্থানীয় মণ্ডলীর জীবনে বাস্তবায়ন করা।

কার্ডিনাল ফেরাঁও সমাপ্তি Eucharist-এ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, synodality যেন কেবল দলিল, কাঠামো ও পালকীয় কর্মসূচীতে সীমাবদ্ধ না থাকে; তা অবশ্যই খ্রিস্টের সঙ্গে গভীর সাক্ষাৎ এবং বাস্তব কর্মে পরিণত হতে হবে।

এই অর্থে জাকার্তার সমাবেশ এশিয়ার মণ্ডলীর সামনে একটি স্পষ্ট আহ্বান রেখেছে–

প্রাচীর নয়, সেতু হই।

বিভেদ নয়, মিলন গড়ে তুলি।

নীরব দর্শক নয়, প্রেরণকর্মে সহযাত্রী হই।

শুধু নিজেদের জন্য নয়, সমগ্র এশিয়ার মানুষের জন্য আশার সাক্ষী হই।

আর সেই যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে যিশুর প্রতিশ্রুতি–"তোমরা আরও বড় কিছু দেখতে পাবে।" *(যোহন ১:৫০)*।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

Today's Catholic Online

Agenzia Fides

Radio Veritas Asia–XII FABC Plenary Assembly

Vatican News

প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ: ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

আগস্টের আলো: বিশ্বাস, মানবতা ও আশার বার্তা

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

আগস্ট মাস কেবল ক্যালেন্ডারের একটি পৃষ্ঠা নয়। এটি যেন আমাদের জীবনের দিকে নতুন করে তাকানোর একটি সুযোগ। এই মাসে কাথলিক মণ্ডলীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, সাধু-সাধ্বীদের স্মরণ এবং বিশ্বের নানা আন্তর্জাতিক দিবস আমাদের সামনে একটি গভীর প্রশ্ন তুলে ধরে–মানুষ হিসেবে আমরা একে অপরের জন্য কী করছি?

আমরা প্রায়ই বিশ্বাসকে প্রার্থনা, গির্জায় উপস্থিতি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। কিন্তু খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সৌন্দর্য হলো–বিশ্বাস কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয়; তা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে, সমাজকে পরিবর্তন করে এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানায়। তাই আগস্টের বিভিন্ন স্মরণীয় দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়: ঈশ্বরকে ভালোবাসা মানে মানুষের মর্যাদাকে সম্মান করা।

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন: পৃথিবীর মানুষ থেকে স্বর্গের আশার দিকে

আগস্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাথলিকদের জন্য পর্বগুলোর একটি হলো ১৫ আগস্ট–ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের মহোৎসব। মারীয়ার জীবন আমাদের কাছে বিনয়, বিশ্বাস, আনুগত্য ও আশার এক অনন্য সাক্ষ্য।

মারীয়া কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ নারী। তাঁর জীবনে ছিল অনিশ্চয়তা, কষ্ট, প্রশ্ন এবং দায়িত্ব। তবুও তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

আজ আমাদের সমাজে অনেক সাধারণ মানুষ আছেন, যাদের নাম ইতিহাসের বইয়ে লেখা হবে না। একজন মা প্রতিদিন পরিবারের জন্য সংগ্রাম করেন। একজন শ্রমিক ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। একজন কৃষক প্রকৃতির অনিশ্চয়তার সঙ্গে লড়াই করেন। একজন দরিদ্র বাবা সন্তানের পড়াশোনার জন্য নিজের প্রয়োজন ত্যাগ করেন। একজন তরুণ নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন থেকেও পরিবারের পাশে দাঁড়ায়।

তাঁদের জীবনেও মারীয়ার মতো একটি নীরব "হ্যাঁ" আছে–"আমি পারব, আমি চেষ্টা করব, আমি আমার দায়িত্ব পালন করব।"

এই কারণেই কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের চোখে কোনো সৎ ও ত্যাগী জীবন ছোট নয়। মানুষের বাহ্যিক মর্যাদা নয়, তার ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আত্মদানই তার প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

সাধু লরেন্স: দরিদ্রের মধ্যে খ্রিস্টকে দেখা

১০ আগস্ট আমরা স্মরণ করি সেন্ট লরেন্স, ডিকন ও শহীদকে। তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো–চার্চের সম্পদ কেবল বস্তুগত সম্পদ নয়; দরিদ্র ও অসহায় মানুষই চার্চের অমূল্য সম্পদ। এই শিক্ষা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

আমি যখন বিভিন্ন পরিবার ও মানুষের সঙ্গে পালকীয় কাজে গিয়ে সাক্ষাৎ করি, তখন বুঝতে পারি যে দারিদ্র্য শুধু অর্থের অভাব নয়। কখনো একজন মানুষের কাছে খাবার আছে, কিন্তু কথা বলার মতো কেউ নেই। কারও ঘর আছে, কিন্তু নিরাপত্তা নেই। কারও পরিবার আছে, কিন্তু ভালোবাসার সম্পর্ক দুর্বল। কারও অর্থ আছে, কিন্তু জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না।

বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়–তারা সবসময় সাহায্যের অর্থ চায় না; অনেক সময় তারা চায় কেউ তাদের কথা শুনুক, তাদের সম্মান করুক এবং তাদের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করুক।

সাধু লরেন্সের জীবন আমাদের এই প্রশ্ন করতে শেখায়:

"আমরা কি দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু করছি, নাকি দরিদ্র মানুষের সঙ্গে পথ চলছি?"

এই দুইয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস: যুবসমাজ সমস্যা নয়, সম্ভাবনা

১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস। আজকের পৃথিবীতে যুবকদের নিয়ে আমরা অনেক সময় উদ্বেগ প্রকাশ করি–তারা গির্জায় আসে না, সমাজে আগ্রহী নয়, মোবাইলে বেশি সময় কাটায়, মূল্যবোধ হারাচ্ছে ইত্যাদি।

কিন্তু একজন pastoral worker হিসেবে আমি মনে করি, যুবকদের শুধু "সমস্যা" হিসেবে দেখলে আমরা তাদের প্রকৃত শক্তিকে দেখতে ব্যর্থ হব।

যুবকদের মধ্যে আছে প্রশ্ন করার সাহস, নতুন কিছু করার শক্তি এবং সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনা। তাদের প্রয়োজন কেবল নির্দেশনা নয়; তাদের প্রয়োজন শোনা, বিশ্বাস করা এবং দায়িত্ব দেওয়া।

যখন একজন তরুণকে বলা হয়, "তুমি পারবে", তখন তার মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস জন্মায়। যখন তাকে parish-এর কোনো কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সে শুধু একজন অংশগ্রহণকারী থাকে না; সে সমাজের-এর একজন নির্মাতা হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মপল্লী ও সংঘে তাই যুবকদের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করা দরকার যেখানে তারা বলতে পারে:

"এটি শুধু আমার ধর্মপল্লী নয়; এটি আমার পরিবার, আমার সংঘ, আমার দায়িত্ব।"

প্রান্তিক মানুষের দিকে তাকানো

আগস্টের আন্তর্জাতিক দিবসগুলো আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়–প্রান্তিক মানুষদের জীবন।

সমাজে কিছু মানুষ সহজেই দৃশ্যমান। কিন্তু কিছু মানুষ আমাদের চোখের সামনে থেকেও অদৃশ্য থেকে যায়–দরিদ্র পরিবার, শ্রমজীবী মানুষ, একাকী বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভিবাসী, পথশিশু, নির্যাতিত নারী, বেকার যুবক এবং নানা কারণে সমাজের মূলধারা থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ।

তাদের জীবন নিয়ে আমরা প্রায়ই কথা বলি, কিন্তু তাদের সঙ্গে কতবার সাক্ষাৎ করি?

একটি community visit-এর সময় হয়তো আমরা একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করি। সেখানে খুব বেশি আসবাব নেই, হয়তো অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও নেই। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট–মানুষটিরও স্বপ্ন আছে, কষ্ট আছে, মর্যাদা আছে এবং ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার আছে।

এই অভিজ্ঞতা আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়: প্রান্তিক মানুষ সমাজের বাইরে নয়; তারা সমাজেরই অংশ। তাদের বাদ দিয়ে কোনো সমাজ সত্যিকার অর্থে পূর্ণ হতে পারে না।

বিশ্ব মানবিকতা দিবস: মানবতা কোনো বিলাসিতা নয়

১৯ আগস্ট বিশ্ব মানবিকতা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীতে যুদ্ধ, দুর্যোগ, দারিদ্র্য, বাস্তুচ্যুতি ও নানা সংকটের মধ্যেও মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।

মানবিকতা মানে সব সমস্যার সমাধান করা নয়। কখনো মানবিকতা মানে শুধু একজন কাঁদতে থাকা মানুষের পাশে নীরবে বসে থাকা। কখনো একটি খাবার ভাগ করে

নেওয়া। কখনো অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কখনো একজন বৃদ্ধের কথা মন দিয়ে শোনা। কখনো একটি শিশুকে পড়াশোনায় সাহায্য করা। কখনো কোনো ভুল করা মানুষকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া। এই ছোট ছোট কাজগুলোই মানবতাকে জীবন্ত রাখে।

ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক দায়িত্ব

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস আমাদের শেখায় যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। তাই কোনো মানুষকে তার অর্থ, জাতি, সামাজিক অবস্থান, পেশা বা দুর্বলতার কারণে ছোট করা যায় না।

আমরা যখন Eucharist উদযাপন করি, তখন আমরা শুধু বেদির সামনে একত্রিত হই না; আমরা একটি বৃহত্তর মানব পরিবারের সদস্য হিসেবে একত্রিত হই।

কিন্তু Eucharist-এর প্রকৃত অর্থ তখনই প্রকাশ পায়, যখন খ্রিস্টযাগ শেষ হওয়ার পর আমরা মানুষের কাছে ফিরে যাই। বেদি থেকে জীবনের পথে–এই যাত্রাই পালকীয় কাজের সৌন্দর্য।

একজন পুরোহিতের জন্য তাই মানুষের বাড়িতে যাওয়া, অসুস্থকে দেখা, পরিবারের কথা শোনা, যুবকদের সঙ্গে কথা বলা, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো–এসব কোনো অতিরিক্ত কাজ নয়। এগুলোই সুসমাচারকে জীবনের ভাষায় প্রকাশ করার পথ।

শান্তি, সংহতি ও ক্ষমার আহ্বান

আগস্টের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস আমাদের শান্তি, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নিখোঁজ ও নির্যাতনের শিকার মানুষের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তি আমাদের কাছাকাছি এনেছে, কিন্তু হৃদয় কি সত্যিই কাছাকাছি এসেছে?

আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাজার মানুষের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু পাশের মানুষটির কষ্ট কি আমরা জানি?

আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধের খবর দেখি, কিন্তু নিজের পরিবারে ছোট একটি দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য কি আমরা প্রথমে এগিয়ে যাই?

বিশ্বশান্তি শুরু হয় ছোট জায়গা থেকে আমার পরিবার থেকে, আমার ধর্মপল্লী থেকে, আমার সমাজ থেকে, আমার হৃদয় থেকে।

আগস্টের আলো আমাদের কী শেখায়?

আগস্টের এই দিনগুলোকে যদি একসঙ্গে দেখি, তাহলে একটি সুন্দর বার্তা ফুটে ওঠে:

বিশ্বাস আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, আর ঈশ্বরের দিকে যাওয়া আমাদের মানুষদের দিকে ফিরিয়ে দেয়।

মারীয়া আমাদের বিশ্বাস শেখান।

সাধু লরেন্স আমাদের দরিদ্রের পাশে দাঁড়াতে শেখান।

সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ান কল্‌বে আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার সাক্ষ্য দেন।

সাধ্বী মনিকা আমাদের প্রার্থনা ও পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ততা শেখান।

সাধু আগস্টিন আমাদের সত্যের সন্ধান করতে শেখান।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস আমাদের তরুণদের সম্ভাবনা দেখতে শেখায়।

বিশ্ব মানবিকতা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়–মানুষের কষ্ট কোনো দেশের সীমানায় আটকে থাকে না।

আর এসব মিলিয়ে আগস্ট যেন আমাদের একটি প্রশ্ন করে:

"তুমি কি শুধু আলো দেখতে চাও, নাকি নিজেই কারও জীবনের আলো হতে চাও?"

শেষ কথা: একজন মানুষের জন্য একটি আলো

একজন পুরোহিত হিসেবে মানুষের জীবনের বিভিন্ন গল্প শুনতে শুনতে আমি উপলব্ধি করেছি–মানুষ সবসময় বড় কোনো বক্তৃতা চায় না। অনেক সময় একজন মানুষ শুধু চায়, কেউ তাকে গুরুত্ব দিয়ে শুনুক।

একজন মা চায় কেউ তার ক্লান্তি বুঝুক।

একজন তরুণ চায় কেউ তার স্বপ্নে বিশ্বাস করুক।

একজন দরিদ্র মানুষ চায় কেউ তাকে করুণার চোখে নয়, মর্যাদার চোখে দেখুক।

একজন বৃদ্ধ চায় কেউ তার পাশে কিছুক্ষণ বসুক।

একজন ব্যর্থ মানুষ চায় কেউ তাকে বলুক–"তোমার জীবন এখানেই শেষ নয়।"

সম্ভবত এটাই আগস্টের সবচেয়ে সুন্দর বার্তা।

বিশ্বাস শুধু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখায় না; বিশ্বাস আমাদের মানুষ হতে শেখায়।

মানবতা শুধু সহানুভূতি নয়; মানবতা হলো অন্যের জীবনকে নিজের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা।

আর আশা মানে সমস্যার অনুপস্থিতি নয়; আশা হলো অন্ধকারের মধ্যেও বিশ্বাস করা যে একটি ছোট আলো এখনও জ্বালানো সম্ভব।

তাই এই আগস্টে আমরা শুধু স্মরণীয় দিনগুলো পালন না করি। আমরা তাদের বার্তাকে জীবনে গ্রহণ করি।

একটি পরিবারকে কাছে টানি।

একজন যুবককে সুযোগ দিই।

একজন দরিদ্র মানুষের কথা শুনি।

একজন একাকী মানুষের পাশে বসি।

একজন আহত মানুষকে ক্ষমা করি।

একজন প্রান্তিক মানুষকে মর্যাদা দিই।

তাহলেই আগস্টের আলো সত্যিকার অর্থে আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়বে।

কারণ পৃথিবীকে পরিবর্তন করার জন্য সবসময় বড় কিছু করার প্রয়োজন হয় না। কখনো কখনো একজন মানুষের জীবনে একটু আলো হওয়াই যথেষ্ট।

"বিশ্বাসের আলো হৃদয়ে জ্বলুক, আর মানবতার আলো মানুষের জীবনে ছড়িয়ে পড়ুক।"

তথ্যসূত্র

১. *The Holy Bible. বিশেষত লুক ১:৩৯-৫৬; লুক ১:৪৬-৫৫।*

২. *Second Vatican Council. Lumen Gentium: Dogmatic Constitution on the Church. Vatican, 1964.*

৩. *Catechism of the Catholic Church. Vatican.*

৪. *Pope Francis. Evangelii Gaudium: Apostolic Exhortation on the Proclamation of the Gospel in Today's World. Vatican, 2013.*

৫. *Pope Francis. Laudato Si': On Care for Our Common Home. Vatican, 2015.*

৬. *Pope Francis. Fratelli Tutti: On Fraternity and Social Friendship. Vatican, 2020.*

৭. *Pope John Paul II. Redemptoris Mater: On the Blessed Virgin Mary in the Life of the Pilgrim Church. Vatican, 1987.*

৮. *Vatican News. "Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary." Vatican News*

৯. *United States Conference of Catholic Bishops. Liturgical Calendar 2026. USCCB 2026 Liturgical Calendar*

১০. *United Nations. List of International Days and Weeks. United Nations International Days*

কৃতজ্ঞতা

মালা রিবেরু

কৃতজ্ঞতা শব্দটি একটি লুকায়িত ইতিবাচক চিন্তাভাবনা যা মানুষের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে খুব কম মানুষই অন্যের কাছ থেকে উপকার পেয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আমাদের পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত যিশু খ্রিস্টের সাথেও এমনটি দেখা যায়। ১০ জন কুষ্ঠরোগী যিশুর আশীর্বাদে সুস্থ হয়ে ১০ জনের মধ্যে মাত্র একজন যিশুকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলো।

বাস্তবজীবনে আমরাও এর প্রমাণ প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। পেশাগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এর বাস্তব প্রমাণ অনেক দেখতে পাই। কর্মস্থলের পাশাপাশি পরিবারে ও সমাজের অনেক মানুষকে উপকার করার সুযোগ হয়েছিলো। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা বড়ই অকৃতজ্ঞ। ইনিয়ে বিনিয়ে কাজ করে নিবে, কাজ শেষ হয়ে গেলে ধন্যবাদ দেওয়া বা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনা। আসলে আমরা যে এই অভ্যাস চর্চা করি না তা কি পারিবারিক শিক্ষার অবক্ষয় নাকি ইচ্ছার অভাব! ধন্যবাদ একটা খুব ছোট শব্দ যা অন্যকে বললে যে আনন্দিত হয় এবং পরবর্তীতে সেই মানুষটার প্রতি ভালো লাগা কাজ করে এবং তাকে যেকোন প্রয়োজনে সহযোগিতা করতে ইচ্ছে করে।

কৃতজ্ঞতাবোধ গড়ে তোলার প্রথম প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার ও পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

১. পরিবারে শিশু প্রথম শেখে; কে তাকে ভালোবাসে, যত্ন নেয়, সাহায্য করে এবং ত্যাগস্বীকার করে। বাবা-মায়ের আচরণ ও পারিবারিক পরিবেশ থেকেই সে ধন্যবাদ দেওয়া, সম্মান করা ও অন্যের উপকার স্বীকার করার অভ্যাস শেখে।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বোধ আরও সুসংগঠিত ও বিস্তৃত হয়। শিক্ষক, সহপাঠীদের অবদানকে সম্মান করা, সহযোগিতার মূল্য বোঝা এবং নিজের সাফল্যে অন্যের অবদান স্বীকার করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

৩. সমাজ ও বাস্তব জীবনে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া এই শিক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতাবোধ আরও পরিণত হয়।

পরিবার কৃতজ্ঞতাবোধের বীজ বপন করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই বীজকে পরিচর্যা করে, আর সমাজ ও জীবনচর্চা তাকে বাস্তবে প্রকাশের সুযোগ দেয়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মনোভাব মূলত মনের উপলব্ধি ও সচেতনতা থেকে শুরু হয়। যখন একজন মানুষ বুঝতে পারে যে তার জীবনে অন্যের ভালোবাসা, সাহায্য, ত্যাগ বা অবদানের ভূমিকা রয়েছে, তখন তার মধ্যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জন্ম নেয়।

এটি সাধারণত কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে গড়ে ওঠে:

১. উপলব্ধি – আমি কী পেয়েছি এবং কে আমাকে তা পেতে সাহায্য করেছে, তা বুঝতে পারা।

২. মূল্যায়ন – প্রাপ্ত জিনিস, ভালোবাসা বা সাহায্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

৩. স্বীকৃতি – মনে মনে স্বীকার করা যে আমি অন্যের কাছ থেকে উপকার বা ভালো কিছু পেয়েছি।

৪. অনুভূতি – সেই উপলব্ধি থেকে আন্তরিক আনন্দ, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করা।

৫. প্রকাশ – কথা, আচরণ বা কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানানো।

অর্থাৎ, কৃতজ্ঞতা প্রথমে হৃদয়ে অনুভূত হয়, তারপর চিন্তায় স্বীকৃতি পায় এবং শেষ পর্যন্ত কথা ও কাজে প্রকাশিত হয়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এটি মানুষের মানসিক ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপকারিতাগুলো হল:

১. মানসিক শান্তি বাড়ায় – কৃতজ্ঞতা দুশ্চিন্তা ও নেতিবাচক চিন্তা কমাতে সাহায্য করে।

২. সুখী হতে সাহায্য করে – জীবনে যা আছে তার প্রতি সন্তুষ্টি ও আনন্দ বাড়ে।

৩. সম্পর্ক সুন্দর করে – অন্যের প্রতি ধন্যবাদ ও স্বীকৃতি প্রকাশ করলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

৪. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে – সমস্যা ও অভাবের পরিবর্তে জীবনের ভালো দিকগুলো দেখতে শেখায়।

৫. আত্মতৃপ্তি বাড়ায় – নিজের অর্জন ও প্রাপ্তিগুলোকে মূল্যায়ন করার সুযোগ তৈরি হয়।

৬. সহমর্মিতা বৃদ্ধি করে – অন্যের অবদান ও অনুভূতির প্রতি সম্মান বাড়ে।

৭. মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তোলে – কঠিন সময়েও ইতিবাচক বিষয় খুঁজে পাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়।

কৃতজ্ঞতা শুধু "ধন্যবাদ" বলার বিষয় নয়; এটি একটি ইতিবাচক জীবন দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানুষকে আরও সুখী, শান্ত ও সম্পর্কমুখী হতে সাহায্য করে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বিভিন্ন সহজ ও সুন্দর উপায় রয়েছে। যেমন–

১. মুখে ধন্যবাদ বলা – কেউ সাহায্য করলে আন্তরিকভাবে "ধন্যবাদ" বা "আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ" বলা।

২. কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানানো – কেউ উপকার করলে সুযোগমতো তার উপকারে এগিয়ে আসা।

৩. প্রশংসা করা – কারও ভালো কাজ বা অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া।

৪. লিখে জানানো – ছোট একটি চিঠি, বার্তা বা নোটের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৫. সময় দেওয়া – প্রিয়জন বা সাহায্যকারী মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা দেখানো।

৬. শুভকামনা করা – বিশেষ করে যারা আমাদের জন্য ভালো কিছু করেছেন, তাদের জন্য আন্তরিকভাবে শুভকামনা করা।

৭. কৃতজ্ঞতার চর্চা করা – প্রতিদিন জীবনের কয়েকটি ভালো বিষয় মনে করা বা লিখে রাখা।

৮. বিনয়ী হওয়া – নিজের সাফল্যের পেছনে অন্যদের অবদান স্বীকার করা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, কৃতজ্ঞতা যেন আন্তরিক হয়। শুধু মুখে ধন্যবাদ বলার চেয়ে মন থেকে উপলব্ধি করে কথা ও কাজে তা প্রকাশ করাই বেশি অর্থবহ।

(বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

আদর্শ মিশনারি ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসি

উষান যোসেফ দালবত

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি নিরাকার, যিনি সকল সৃষ্টির উৎস। আর সকল সৃষ্টির মধ্যে তিনি তাঁর প্রতিমূর্তিতে মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে বিভিন্ন কাজের জন্য আহ্বান করে থাকেন। তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে সেবাকর্ম করে থাকে।

আজ আমি এমনি একজন মানুষকে নিয়ে লিখছি, যিনি আমাদের বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য অনেক অবদান রেখে গেছেন। তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসি। বিশেষ করে আমাদের মধুপুর গারো অঞ্চলে তার অবদান অপরিসীম। তিনি আমাদের অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রসার করেছেন। সেই সাথে খ্রিস্টীয় শিক্ষা-দীক্ষায়, চিকিৎসায়, সেবায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন করেছেন। বলতে পারি তিনি-ই আমাদের অঞ্চলকে উন্নত করে তুলেছেন। গারো আদিবাসীদের পাশাপাশি বাঙালি, কোচ, হিন্দু, মুসলিম সবাইকে তিনি তার সাধ্যমতো সাহায্য সহযোগিতা এবং সেবা দিয়ে গেছেন। মধুপুর গারোকে আলোকিত করা এই মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল ৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার মিশিগান প্রদেশে। তার পিতার নাম বার্নাড হোমরিক এবং মাতার নাম ভেলি হোমরিক। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে ফাদার ইউজিন হোমরিকের স্থান ছিল চতুর্থ। তিনি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র, ইতিবাচক মনোভাব ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের জন্য এলাকায় বিদ্যালয়ের সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফাদার হোমরিকের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না। ফাদারের নিজের লেখা ডায়েরি থেকে সে বিষয়ে জানা যায়- "আমার বাবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভয়াবহ সময়ে আমাদের পরিবারকে পরিচালনা করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। আমরা হতাশার মধ্যে ছিলাম। আমাদের পরিবার দরিদ্র ছিল। আমি ছিলাম আমার বাবা এবং মায়ের ভালো সাহায্যকারী।" তাদের পারিবারিক অবস্থা অসচ্ছল হলেও তার মা ও বাবার সদিচ্ছায় কঠোর পরিশ্রম করে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

পারিবারিকভাবে সুন্দর পরিবেশে বড় হওয়ায় শ্রদ্ধেয় ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত সহজ-সরল ছিলেন। মা ও বাবার উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মাত্র ১৪ বছর বয়সে পবিত্র ক্রুশ সংঘের মাইনর সেমিনারিতে যোগদান করেন। দীর্ঘ সময় গঠন লাভ করে তিনি ৮ জুন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৭ বছর বয়সে যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসি ছিলেন মান্দি (গারো) অঞ্চলের মহান মিশনারি। মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে, তার দেশ ও পরিবার, আমেরিকার উন্নত জীবন, মসৃণ পথ ত্যাগ করে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মাটিতে পা রাখেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের একটি দল ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ফাদার হোমরিক সহ ১২ জন ব্রাদার ও পুরোহিত ছিলেন ঐ দলে। এই অরণ্যবাসী মান্দিদের (গারোদের) ধর্ম ছিল সাংসারেক। মান্দিরা প্রকৃতি, বিভিন্ন দেব-দেবী পূজা করত। শিক্ষা-দীক্ষায়, সামাজিকতায় যে জাতি অন্ধকারে বাস করছিল তাদের মাঝে বিভিন্ন প্রবক্তা ও পবিত্রজনদের তিনি প্রেরণ করেন, যেন তারা আলো পায় এবং পরিত্রাণ লাভ করে। তেমনিভাবে মান্দিদের অঞ্চলে তার আগমন যেমন মান্দিদের জন্য খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী পথকে সুগম করে তুলেছে। সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে এসেই তিনি ঢাকা নটর ডেম কলেজে সম্পূর্ণরুপে বাংলা ভাষা শেখা শুরু করেন। তিন বছর পর আদিবাসী অধ্যুষিত হালুয়াঘাট এলাকার বিড়ুই ডাকুনী ধর্মপল্লীতে দায়িত্ব পান এবং সেখানে পালকীয় কাজ করেন ফাদার স্রাইডারের সাথে। তিনি ছয় মাস বিড়ুই ডাকুনী ধর্মপল্লীতে কাজ করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহের ভাটিকেশর ধর্মপল্লীতে কাজ করেন এবং চারদিকে ঘন সবুজ শালবন আ-বিমা অঞ্চলে, বিশেষভাবে জলছত্রে পালকীয় কাজের জন্য ময়মনসিংহ থেকে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে, আর্চবিশপ গ্রেনারের অনুরোধে মধুপুর গড়ের জলছত্র মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই থেকে তিনি জলছত্র উপকেন্দ্রকে কর্পোস খ্রিষ্টি নামকরণ করে পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। অদম্য ইচ্ছা নিয়ে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের কাজ শুরু করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর জলছত্র কর্পোস খ্রীষ্টি আলাদা ধর্মপল্লী হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসিকে জলছত্র ধর্মপল্লীর প্রথম পাল-পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে জলছত্র ধর্মপল্লীতে পালকীয় কাজ করার পর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পীরগাছা উপধর্মপল্লীকে ধর্মপল্লীতে রুপান্তর করে সেখানেও পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি শুধু এই আ-বিমা মধুপুর অঞ্চলে পালকীয় কাজই করেননি বরং তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, কৃষি উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি নিয়েও কাজ করেছেন। তিনি মধুপুর অঞ্চলে ৩৫ টি গির্জা, দুটি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তারই একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফলে বর্তমানে গোটা মধুপুর অঞ্চলে কাথলিকের সংখ্যা প্রায় ষোলো হাজার হয়েছে। সেই সাথে তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর মুক্তিযোদ্ধা উপাধি প্রদান করেছেন। মধুপুর আদিবাসীদের ভূমি নিয়ে যে সমস্যা তা মান্দিদের (গারো) ভূমি অধিকার রক্ষায় জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন। একমাত্র তার কারণে মধুপুরের আদিবাসী জনগোষ্ঠিদেরকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। সেই সাথে মান্দিদের (গারো) সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য তিনি ওয়ানগালা উৎসবকে খ্রিস্টরাজার পর্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। আগে আমরা দেবতার জন্য ওয়ানগালা উৎসব করতাম। এখন আমরা খ্রিস্টরাজার জন্য ওয়ানগালা উৎসব পালন করি। সব কিছুর জন্য আমরা খ্রিস্টরাজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ওয়ানগালা উৎসবের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ঘোষণার পর পরই শ্রদ্ধেয় ফাদার মান্দি ভাষায় গান রচনা করার জন্য উৎসব ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ার মেঘালয় রাজ্য থেকে কিছু মান্দি গান ও আমাদের দেশে রচিত কিছু মান্দি গান সংগ্রহ করে তিনিই প্রথম খ্রিস্টধর্মীয় মান্দি গান বই রচনা করেন। সেই সাথে মান্দিদের (গারো) বাদ্যযন্ত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যে ব্যবহার করা তিনিই প্রথম শুরু করেন। এভাবে তিনি মধুপুরের গারোদের সব দিক দিয়ে উন্নত করে তোলেন। তারই দেখানো পথে আজ আমরা, বিশেষ করে মান্দিরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। সত্যিই তিনি একজন মহান আদর্শ মিশনারি ফাদার। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫ নভেম্বর পীরগাছা ধর্মপল্লীতে তার যাজকীয় জীবনের ৬০ বছরের হীরক জয়ন্তী মহাসমারোহে পালন করা হয়। তার এই যাজকীয় জীবনে দীর্ঘ ৫৭ বছরই এই মধপুরে মান্দিদের (গারো) জন্য কাজ করেছেন। অবশেষে মধুপুরের আ-বিমা অঞ্চলের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ১৩ আগস্ট নিজ দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে গিয়ে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫ জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন। সর্বশেষ শ্রদ্ধেয় ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসি'কে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ও তাঁর আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

তথ্যসূত্র: *ফাদার ইউজিন হোমরিক (ফা: লেনার্ড রোজারিও সিএসসি)*

দুটি ডিমের উপাখ্যান: আমাদের নৈতিক সংকটের প্রতিচ্ছবি

নিকোলাস বিশ্বাস

যেকোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য এর চেয়ে হতাশাজনক, ক্ষোভমিশ্রিত এবং নির্মম সত্য আর কী হতে পারে? কিন্তু এই গভীর হতাশা তো কোনো আকস্মিক শূন্যতা থেকে তৈরি হয়নি। এটি আমাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবন, আমাদের চারপাশের চেনা মানুষ এবং আমাদের নিজেদেরই তৈরি এক সম্মিলিত অবক্ষয়ের অমোঘ ফসল। আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুর মেগা-দুর্নীতি নিয়ে কথা বলি, হাজার কোটি টাকার ব্যাংক লোপাট নিয়ে টকশোতে কিংবা চায়ের কাপে ঝড় তুলি। কিন্তু আমাদের সমাজের একেবারে ভেতরটা, সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব যে কতটা জীর্ণ এবং ঘুণপোকা-ধরা হয়ে গেছে, তা আমরা কৌশলে এড়িয়ে যাই। আমরা ভাবি, দুর্নীতি কেবল উপরের স্তরের মানুষের একচেটিয়া অধিকার। অথচ আসল সত্য হলো, ক্ষমতার ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলেও আমাদের সাধারণ নাগরিকের বড় অংশই সেই একই অনৈতিকতার চর্চা করে, যা বড় বড় লুটেরারা করে থাকে।

ডিম হাতিয়ে নেওয়ার উপাখ্যান, সামষ্টিক চরিত্রের একটি দর্পণ:

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ছোট, অথচ চরম প্রতীকী ঘটনা আমাদের এই ভেতরের কদর্য রূপটাকে নগ্নভাবে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। ঘটনাটি স্রেফ একজন ব্যক্তির অপরাধ নয়, এটি একটি সামষ্টিক চারিত্রিক স্খলনের দলিল। একজন নারী ব্যাটারিচালিত রিকশায় করে নিজের গন্তব্যে যাচ্ছিলেন। একই রাস্তায় একটি পিকআপ ভ্যানে করে ডিম নিয়ে যাচ্ছিলেন এক চালক। সামনের কোনো এক যানজটে পড়ে ভ্যানটি যখনই ওই নারীর হাতের নাগালে এলো, তিনি মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ দেখে নিয়ে টুপ করে দুটি ডিম হাতিয়ে নিজের ব্যাগে রেখে দেন। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো অপরাধবোধ নেই, যেন অতি স্বাভাবিক এক অধিকার তিনি খাটিয়ে নিলেন।

মোটা দাগে মনে হতেই পারে, এস আলমের লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক লোপাট কিংবা শীর্ষ আমলা ও ব্যবসায়ীদের মেগা-দুর্নীতির তুলনায় দুটি ডিম হাতিয়ে নেওয়া এমন কী বড় ঘটনা! এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এত আদিখ্যেতার কী আছে? কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটাই আসলে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা। ব্যাংকের টাকা চুরি বা রাষ্ট্রের সম্পদ লুট করার সুযোগ সবার হয় না; তার জন্য একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতার স্তরে পৌঁছাতে হয়, লবিং করতে হয়, প্রভাবশালী হতে হয়। কিন্তু এই যে জ্যামে আটকে থাকা ভ্যান থেকে দুটি ডিম তুলে নেওয়া - এটি দেখায় যে, আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষের মজ্জায় মজ্জায় এখনও সততার অভাব। সুযোগের অভাবে আমরা অনেকেই হয়তো সাধু সেজে বসে আছি, কিন্তু সামান্যতম সুযোগ পেলেই নিজের নৈতিকতা বিসর্জন দিতে আমাদের এক সেকেন্ডও সময় লাগে না। এই নারীর ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আসলে আমাদের পুরো জাতিরাষ্ট্রের চারিত্রিক স্খলন নগ্নরূপে ধরা পড়েছে। আমরা আসলে প্রায় সবাই এখন এমন হয়ে গেছি।

শৈশবের হারিয়ে যাওয়া পাঠ ও আধুনিক শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা:

প্রশ্ন জাগে, আমাদের এই সামগ্রিক পতন কেন হলো? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার আর সমাজ কি তবে পুরোপুরি ব্যর্থ? শৈশবে আমরা যে পাঠ্যবই পড়ে বড় হয়েছি, সেখানে অত্যন্ত সহজ ভাষায় কিছু চিরন্তন সত্য ও মূল্যবোধ শেখানো হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সেইসব অমর বাণী: "পরের হিত চিন্তা করিবে", "অন্যের অনিষ্ট করিবে না", "সদা সত্য কথা বলিবে", "মিথ্যা বলা মহাপাপ", কিংবা "অকারণে গাছের পাতা ছিঁড়িবে না।" এই আপ্তবাক্যগুলো শুধু পরীক্ষার খাতায় লিখে নম্বর পাওয়ার জন্য ছিল না; এগুলো ছিল একজন মানুষের মানবিক ও নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার হাতিয়ার।

কিন্তু আজ আমাদের শিক্ষকরা কি আর এসব শেখান? নাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন কেবল জিপিএ-৫, সার্টিফিকেট আর কর্পোরেট বাজারের জন্য রোবট তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে? এখনকার জিপিএ-৫ পাওয়া মেধাবী সন্তানটি যখন বড় হয়ে রাষ্ট্রের কোনো বড় পদে বসে প্রথম সুযোগেই ঘুষ খাওয়া শুরু করে, তখন বুঝতে হবে তার শৈশবের শিক্ষার বুনিয়াদেই গলদ ছিল। আমরা তাকে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া শিখিয়েছি, কিন্তু মানুষ হওয়া শেখাইনি।

কাঠামোগত উন্নয়ন বনাম মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়:

আজ আমাদের দেশে জেলায় জেলায় কত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ পর্যায়েও শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় চকচকে আধুনিক উপাসনালয় তৈরি হচ্ছে। আর অন্যদিকে, ইন্টারনেটের যুগে ইউটিউব ও ফেসবুক জুড়ে হাজারো মোটিভেশনাল স্পিকার, ধর্মীয় বক্তা ও সুশীলদের বয়ানের খই ফুটছে। প্রযুক্তির কল্যাণে জ্ঞান, উপদেশ এবং তত্ত্বের কোনো অভাব নেই আমাদের। কিন্তু সবচেয়ে বড় ও রূঢ় প্রশ্ন হলো - সেসবের শিক্ষা আসলে কোথায় যায়?

যদি প্রতিটা গলিতে একটা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা উপাসনালয় থাকার পরেও মানুষের অবচেতন মন থেকে চুরির প্রবণতা, পরশ্রীকাতরতা, লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা না করে নিয়ম ভাঙার সংস্কৃতি এবং অনৈতিকতা দূর না হয়, তবে বুঝতে হবে এই বিশাল কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন আসলে অন্তঃসারশূন্য। শিক্ষা কেবল মাথায় তথ্যের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং ডিগ্রি দিচ্ছে, কিন্তু মানুষের মন ও মননকে স্পর্শ করতে পারছে না। আমাদের সংস্কৃতি হয়ে পড়েছে কেবল উৎসব-কেন্দ্রিক ও চটকদার; জীবনের গভীরে, প্রতিদিনের আচরণে তার কোনো শিকড় বা প্রভাব নেই।

ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত ও ঘুণপোকার বিস্তার:

আমরা এখন বাস করছি এক অদ্ভুত গোলকধাঁধায়। আমাদের বুদ্ধিজীবী, সমাজচিন্তক, রাজনৈতিক কর্মী এবং আমজনতার সিংহভাগই ব্যস্ত ইতিহাস চর্চার চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে। কে কোন পক্ষের আর কে বিপক্ষের, কার আদর্শ খাঁটি আর কারটা ভেজাল, কোন দল স্বাধীনতার স্বপক্ষের আর কে বিপক্ষের - এই রাজনৈতিক ও আদর্শিক দলবাজি ঠিক রাখতেই আমাদের সব মেধা ও শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কোনো জাতির আত্মপরিচয়ের জন্য ইতিহাস জানা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান যখন চোখের সামনে ধসে পড়ছে, তখন কেবল অতীত নিয়ে অন্তহীন কামড়াকামড়ি করা এক ধরনের পলায়নপরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াত্ব।

আমরা যখন উপরের স্তরে পক্ষ-বিপক্ষের অবিনাশী লড়াইয়ে মত্ত, তখন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের একদম তলদেশ দিয়ে ঘুণপোকা ঢুকে সবকিছু কেটে কুটি কুটি করে দিয়ে যাচ্ছে। সেই খবর কেউ রাখছি না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই যে মৌলিক গলদ, যা প্রতিদিন একজন সাধারণ নাগরিককে চোর বা দুর্নীতিবাজ বানিয়ে তুলছে, এর মূল উৎস কোথায়, তা কেউ তলিয়ে দেখছে না। আমরা উপরিভাগের ডালপালা ছাঁটতে ব্যস্ত, অথচ গাছের গোড়ায় যে মড়ক লেগেছে, সেদিকে কারও নজর নেই।

ক্ষুদ্র অপরাধের বৃহৎ ভবিষ্যৎ:

একটি রাষ্ট্র তখনই ভেঙে পড়ে না যখন তার অর্থনীতি দুর্বল হয়; রাষ্ট্র তখনই ধ্বংসের মুখে পড়ে যখন তার নাগরিকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আজ আমরা যে 'নষ্টদের অধিকারের' কথা বলছি, সেই নষ্টরা কিন্তু কোনো ভিনগ্রহ থেকে রকেট বা স্পেসশিপে চড়ে আসেনি। তারা আমাদের এই সমাজ, আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থা এবং আমাদের এই পারিবারিক বলয় থেকেই তৈরি হয়েছে।

আজ যে নারী রিকশায় বসে স্রেফ দুটো ডিম হাতিয়ে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলেন না, সুযোগ ও ক্ষমতা পেলে তিনি যে ব্যাংকের ভল্ট খালি করবেন না, কিংবা কোনো সরকারি প্রজেক্টের কোটি টাকা আত্মসাৎ করবেন না - তার গ্যারান্টি কে দেবে? একইভাবে, আজ ক্ষমতার শীর্ষে বসে যারা হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছেন, তারাও হয়তো একসময় এই সমাজেরই কোনো এক স্তরে ছোটখাটো নৈতিক স্খলনের মধ্য দিয়ে, পরীক্ষার খাতায় নকল করে কিংবা ছোট-খাট কোনো চুরির মাধ্যমে তার অনৈতিকতার হাতেখড়ি করেছিলেন। ক্ষুদ্র অপরাধের এই ধারাবাহিকতাই একসময় সমাজকে বড় বড় অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের চারণভূমিতে পরিণত করে।

উত্তরণের পথ ও আমাদের দায়:

তাই সন্তানকে কেবল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিসিএস ক্যাডার বানিয়ে 'মানুষের মতো মানুষ' করার মেকি স্বপ্ন দেখার আগে আমাদের সমাজকে নতুন করে সাজাতে হবে। কেবল কাড়ি কাড়ি টাকা উপার্জন করা, দামি গাড়ি চড়া বা বড় সামাজিক স্ট্যাটাস অর্জন করাই যদি সফলতার একমাত্র মাপকাঠি হয়, তবে এই সমাজ আরও দ্রুত গতিতে নষ্টদের দখলে চলে যাবে। আমাদের এখন প্রয়োজন এক গভীর, আমূল শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক জাগরণ। এমন এক সামাজিক আন্দোলন, যা মানুষকে অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে শেখাবে, যা লোভের চেয়ে আত্মমর্যাদাকে এবং অন্যায়ের প্রতি আপসহীনতাকে বড় করে দেখতে শেখাবে।

ইতিহাসের পোস্টমর্টেম ও ক্ষণস্থায়ী দলবাজির ঊর্ধ্বে উঠে যদি আমরা আমাদের প্রতিদিনের আচরণ, সততা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ক্ষুদ্রতম নৈতিকতার চর্চাকে ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হওয়ার মতো কোনো আলো আসলেই আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, সমাজ পরিবর্তন কোনো উপরিকাঠামোর বিষয় নয়; এর শুরুটা হয় নিজের ভেতরের লোভকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে।

উপসংহার- অন্তরের আলো ও পারিবারিক জাগরণ:

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের চারপাশের এই তীব্র নৈতিক সংকট এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির গলদ কাটিয়ে উঠতে হলে আমাদের দরকার সামগ্রিক চিন্তা-চেতনার আমূল পরিবর্তন। কেবল আইনের কঠোরতা কিংবা কাঠামোগত উন্নয়ন দিয়ে একটি ভঙ্গুর জাতিকে টেনে তোলা সম্ভব নয়। আমাদের ভেতরকার সুপ্ত চেতনাবোধ, নীতি-নৈতিকতা, মজ্জাগত সততা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ যদি নতুন করে জাগরিত না হয়, তবে এই সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা সারানো সত্যিই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

আমাদের দৈনন্দিন অস্থিরতা, সীমাহীন লিপ্সা, পরচর্চা আর পরনিন্দার মতো ব্যাধিগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজকে ভেতরে-ভেতরে বিষিয়ে তুলছে। এই বিষাক্ত বৃত্ত থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় হলো পরিবর্তনের সুঁই-সুতোটা নিজের ঘর থেকেই চালানো। রাষ্ট্র বা সমাজের বড় বড় সংস্কারের আশায় বসে না থেকে, ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে এই মুহূর্তে নীতি-নৈতিকতাকে সবার উপরে স্থান দেওয়া দরকার। সন্তানকে জিপিএ-৫ কিংবা লোভনীয় ক্যারিয়ারের মন্ত্র গেলানোর আগে 'মানুষের মতো মানুষ' হওয়ার পাঠ দিতে হবে; শেখাতে হবে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মানবোধ। নতুবা এই ক্ষয়ে যাওয়া সমাজকে কোনোভাবেই পাল্টানো যাবে না। এই মহাসংকটে দাঁড়িয়ে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক ও পারিবারিক স্তরে নিজেদের নৈতিক পরিবর্তনটি আনাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি। ৯

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

দিদির স্বর্গযাত্রার ১৭তম বার্ষিকী

মহাকালের কাল-চক্রে আমাদের জীবনে আবারও বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় ২৮ আগস্ট-এর আগমন হলো।

মিসেস আশালতা বটলেরু (অধিকারী)
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

দিদি, তুমি ১৭ বৎসর আগে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আমাদের কাঁদিয়ে স্বর্গরাজ্যে চলে গেছো। দিদি গো, তোমাকে ভুলিনি, ভুলতে পারছিনা, হয়তো বা কখনও ভুলতে পারবোনা। কেননা, তোমার অকৃত্রিম ত্যাগস্বীকার, স্নেহ-যত্ন, অনুপ্রেরণায় গঠিত এ জীবনে সর্বত্রই শুধু তোমার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বেঁচে আছি। দিদি, তোমার আশীর্বাদ আমার ও পরিবারের জন্য খুবই প্রয়োজন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার রেখে যাওয়া খ্রিস্টীয় অম্লান আদর্শগুলো কর্মদায়িত্বে প্রয়োগ ক'রে তোমার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি। দিদি, তুমি ভাগ্যবতী যে, ইতিমধ্যেই আমাদের প্রিয় মা-বাবা তোমার সাথে স্বর্গে আছেন। বিশ্বাস করি যে, তুমি মা-বাবা'র সাথে স্বর্গে মহা শান্তিতেই আছো। অবুঝ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা, আমরাও যেন একদিন তোমাদের সাথে স্বর্গে মিলিত হতে পারি। দিদি, আজ তোমার অন্তিম বিদায় বার্ষিকীতে তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। দিদি, তুমি ভাল থেকো।

তোমারই স্নেহ-ধন্য আপনজনদের পক্ষে,
ফাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস বট্‌লেরু সিএসসি

বিজ্ঞ/১৬৬/২৬

একটি বিবর্ণ শ্রাবণ

সিস্টার অলি তজু এসসি

বৃষ্টির একটা নিজস্ব ভাষা আছে। বর্ষায় বৃষ্টি আসে পায়ে পায়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। টিনের চালে তার পতন কেবল শব্দের খেলা নয়, যেন না বলা এক দীর্ঘশ্বাস। বর্ষার মেঘ আর টিনের চালের কান্নার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক টুকরো সোনালী রোদ্দুরের গল্প রবি ঠাকুর থেকে হুমায়ুন-সবাই কত জাদুকরি ভাষায় লিখে গেছেন। কিন্তু সব গল্পে তো সোনালী রোদ্দুর থাকেনা। কিছু বিকেল ফুরায় কেবল বিষাদে, মেঘের রঙে আর শ্রাবণের মলিন ছায়ায়। আজ আমি তেমনি এক বিবর্ণ শ্রাবণের গল্প লিখব, যে শ্রাবণের কোন এক বেলার রঙ ঠিক সোনালী নয়, বরং বহু পুরনো কোনো রুপালি অ্যালবামের মতো বিবর্ণ ছাইরঙা ছিল।

আকাশের মুখভার গত তিন দিন ধরে। মেঘগুলো যেন কালো পাথরের মতো ভারী হয়ে ঝুলে আছে বিলাস গাঁয়ের ওপর। বিলাস গাঁ হলো বৃহত্তর সিলেটের একটি চা বাগান বেষ্টিত গ্রাম, বহুবছর আগে ঐ গাঁয়ে ভারত থেকে উৎসরিত একটি বিলাস নদী বয়ে যেত, যা আজ মৃত। তাই ঐ নদীর নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ করা হয় বিলাস। এই গ্রামে যখন শ্রাবণ নামে, তখন সারা গাঁয়ের রোমান্টিকতা মফস্বলের কাদা জলে রূপ নেয়। বিলাস গাঁয়ের এক কোণে গড়ে ওঠা মিঠাইলাল বাবুর জীর্ণ ঘরটার জন্য এই শ্রাবণ যেন প্রতি বছরই এক অগ্নি পরীক্ষা। মিঠাইলাল বাবুর ঘরটা গ্রামের আর পাঁচটা ঘরের মত নয়। জং ধরা, ফুটো হয়ে যাওয়া কিছু টিনের চাল জোড়া-তালি দিয়ে খাড়া করে রাখা একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। বাতাসে সেই টিনের চাল খড়খড় করে কাঁদে। দুপুরের দিকে যখন মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হলো, মিঠাই বাবু তখন দাওয়ায় বসে বাঁশের চাটাই চাঁছছিলেন। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটায় যখন চালের একটা বড় ফুটো গলে ঠিক ঘরের মাঝ খানের মেঝেতে পড়ল, তখন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঘরের ভেতর থেকে ডাক দিলেন তার স্ত্রী মল্লিকা, "ওগো শুনছো? আলগোছে হাঁড়িটা এনে পাতোতো এখানটায়। পানি পড়া শুরু হয়ে গেছে।" মল্লিকার গলায় কোনো হাহাকার নেই, আছে এক অদ্ভুত চেনা অভ্যাস। প্রতিবছর এই একই দৃশ্য। বৃষ্টি বাড়ার সাথে সাথে ঘরের ভেতর শুরু হয় এক অন্য রকম যুদ্ধ। টিনের চালার নানা প্রান্ত থেকে পড়তে থাকা পানির ফোঁটার নিচে হাঁড়ি পাতিল বসানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর জুড়ে একটি বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের সুর তৈরি হলো- টুপ, ট্যাপ, ঠন, ঠন। মিঠাই বাবুর ঘর জুড়ে এক অদ্ভুত ছন্দ তৈরি হয়। এ যেন বিবর্ণতার মাঝেও রঙের খোঁজ। বাইরে তখন ঝুম বৃষ্টি। মাঠ-ঘাট ভেসে যাচ্ছে। মিঠাই বাবু দাওয়ায় গুটিশুটি হয়ে ঘরের খুঁটিটা ধরে দাঁড়ালেন। চালের ফুটো দিয়ে আসা কয়েক ফোঁটা জল তার পাকা চুলে এসে পড়ল। মল্লিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। সেই হাসিতে কোনো আক্ষেপ ছিলনা, ছিল এক ধরণের পরম তৃপ্তি। এই টানা পোড়ন সংসারে মিঠাই বাবুর জীবন যেন কষ্টের চাদরে মোড়ানো সুখ। শহুরে থাকা মানুষেরা হয়তো একে চরম দারিদ্র্য আর দুর্ভোগ বলবে। কিন্তু এই চার দেওয়ালের ভেতরে যেখানে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে সেখানে ভালোবাসার কোনো কমতি নেই। এক ছেলে আর তিন মেয়েকে নিয়ে মিঠাই-মল্লিকার সংসারটা যেন ভালোবাসার বৃষ্টি বিলাস। রাত যখন গভীর হলো বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ল। টিনের চালের আওয়াজে কান পাতা বড় দায়। ঘরের অর্ধেকটা অংশ ভিজে গেছে। মিঠাই বাবু তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে শুকনো অংশটুকুতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। ঠাণ্ডা বাতাস বাঁশের বেড়া গলে ঘরের ভেতরে ঢুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। মিঠাই বাবু মল্লিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিসফিস করে বলে, "সামনের শীতে টাকা জোগাড় করতে পারলে চালের টিন কটা বদলে ফেলব। তখন আর শ্রাবণে ঘর ভাসবেনা।" মিঠাই বাবু চা বাগানের একজন শ্রমিক। নুন আনতে পান্তা ফুরায়, দিনে আট ঘন্টা কাজ করে হাজিরা মাত্র একশত আশি টাকা। তিনি চা বাগানে চৌকিদারের কাজ করেন, সকাল হলে সারা গ্রাম জোরে জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কত নম্বর বাগানে পাতা তুলতে যেতে হবে সেটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া তার কাজ (হাকাই)। সপ্তাহে মজুরি পায় চা শ্রমিকেরা। এই কটা টাকা দিয়ে মিঠাই বাবুদের মত সংসারে চালের ফোটা বন্ধ করা বড়ই কঠিন। মল্লিকা হেসে বলে, "টিন না পাল্টালেও হবে, তুমি শুধু প্রত্যেকটা শ্রাবণে বৃষ্টির দিনে এই গল্পটা বলো।" পরদিন সকালে যখন বৃষ্টি থামল, তখন মেঘচিরে একফালি সোনালী রোদ এসে পড়ল জং ধরা টিনের চালে। চারপাশটা ধুয়ে মুছে সাফ। উঠোনের কাদা মাড়িয়ে মিঠাই বাবু হাতে একটি লাঠি, কাঁধে ঝুলা নিয়ে চা বাগানের দিকে বেরোলেন। মিঠাই বাবুর ঘরটা দুচালা, দক্ষিণ দিকে একটা দরজা। মাটির ঘর, তাই প্রতিবার শ্রাবণ মাসে বর্ষা এলে মৃত্তিকার ঘরটা বর্ণহীন হয়ে যায়। মাটির দেয়াল গুলো ভারি বর্ষণে খসে পড়ে যায়। এই শ্রাবণ হয়তো তাদের ঘরটাকে বিবর্ণ করে দিয়ে যায়, ঘরের দেয়াল গুলোকে স্যাঁত স্যাঁতে করে তোলে, কিন্তু তাদের মনের ভেতরে রঙিন আশা আর একে অপরের প্রতি ভালোবাসাকে এতটুকুও ম্লান করতে পারেনি। টিনের চালের নিচে বাস করা এই পরিবারটি জানে ঝড় যতই দীর্ঘ হোক না কেন, সকালের সূর্য ঠিকই উঠবে। আর এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই তারা বেঁচে থাকে, হাসে এবং প্রতিটি বিবর্ণ শ্রাবণকে জয় করে। ৯

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে সরাসরি সবসময় বড় ক্ষতি হয় না, তবে দীর্ঘদিন কৃতজ্ঞতার অভ্যাস না থাকলে কিছু নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে পারে। যেমন–

১. সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হতে পারে – অন্যের সহযোগিতা বা ভালোবাসার স্বীকৃতি না পেলে তারা অবহেলিত বোধ করতে পারেন।

২. অসন্তুষ্টি বাড়তে পারে – যা আছে তার মূল্য না বুঝে সবসময় কী নেই, সেদিকে মনোযোগ চলে যেতে পারে।

৩. নেতিবাচক চিন্তা বাড়তে পারে – জীবনের ভালো দিকগুলো উপেক্ষা করার অভ্যাস তৈরি হতে পারে।

৪. অহংকার বা আত্মকেন্দ্রিকতা তৈরি হতে পারে – নিজের সাফল্যে অন্যদের অবদান ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

৫. সহযোগিতার সম্পর্ক দুর্বল হতে পারে – মানুষ মনে করতে পারে তাদের সাহায্যকে আপনি মূল্য দেন না।

৬. মানসিক তৃপ্তি কমতে পারে – প্রাপ্তি ও ভালো বিষয়গুলোর প্রতি সন্তুষ্টি কমে যেতে পারে।

৭. সামাজিকভাবে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতে পারে – অতিরিক্ত অকৃতজ্ঞ আচরণ মানুষকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া এক জিনিস নয়। কেউ সরাসরি মুখে ধন্যবাদ না বললেও মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমে কৃতজ্ঞ থাকতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা হলো কারও ভালোবাসা, সাহায্য, অবদান, ত্যাগ বা প্রাপ্তির মূল্য আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করে তা স্বীকার ও প্রকাশ করার মানসিকতা। এর সূচনা পরিবারে, পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়। কৃতজ্ঞতা মানুষকে বিনয়ী, ইতিবাচক ও মানবিক করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও সুন্দর ও দৃঢ় করে। কৃতজ্ঞতা শুধু মুখে ধন্যবাদ দেওয়া নয়; বরং অন্যের অবদানকে হৃদয় দিয়ে স্বীকার করে কথা ও কাজে তার প্রতিফলন ঘটানো। ৯

আলোচিত সংবাদ

ঢাকার সড়কে চলছে ‘পিংক বাস’, চালক-কন্ডাক্টর নারী

ঢাকার গণপরিবহনে নারীদের যাতায়াত আরও নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন করতে বিশেষ ‘মহিলা বাস সার্ভিস’ চালু করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)। গোলাপি রঙের এসব বাসে চালক ও কন্ডাক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন নারীরাই। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) থেকে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে এই বিশেষ বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। সকাল ১০টায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিআরটিসি ঢাকা ট্রাক ডিপো প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ভিসটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয় ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক। বিআরটিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মোস্তাকিম ভূঞা জানান, প্রাথমিকভাবে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে ১০টি বাস দিয়ে ‘মহিলা বাস সার্ভিস’ চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে বগুড়ায় ও চট্টগ্রামে দুটি বাসসহ ঢাকার বাইরে আরও চারটি বাস এ সেবায় যুক্ত হয়েছে। তিনি জানান, ১৮ আগস্ট উদ্বোধনের পর বিকেলে যাত্রী পাওয়া সাপেক্ষে বাসগুলো চলাচল করবে।

বিডি প্রতিদিন/এম.এস

https://www.bd-pratidin.com/city-news/2026/08/16/1288818

সৌর বিদ্যুতে রিচার্জ করতে হবে অটোরিকশা, লাগবে রেজিস্ট্রেশন

সোমবার (১৭ আগস্ট) সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। তবে রেজিস্ট্রেশন পেতে হলে এসব রিকশার ব্যাটারি সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে রিচার্জ করতে হবে। তিনি বলেন, ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হবে। তবে সৌর বিদ্যুতের বাইরে অন্য কোনো মাধ্যমে ব্যাটারি রিচার্জ করা হলে সেই রিকশাকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে না। সৌর বিদ্যুতের বাইরে অন্য বিদ্যুৎ দিয়ে চার্জ দিলে জরিমানার বিধান থাকবে। এখন থেকে এসব ই-রিকশার নিবন্ধন বিআরটিএ দেবে না। সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা নিবন্ধন দেবে। জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে আইন পাস হয়েছে এবং সেই আইনের আলোকে বিধিমালা তৈরি করা হচ্ছে। বিধিমালায় নিবন্ধন ফি, নবায়ন ফি এবং অন্যান্য শর্ত নির্ধারণ করা হবে।

https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpwmik7bapui

সমঝোতার মেয়াদ শেষ, ইরানকে ‘সাদা পতাকা তুলে আত্মসমর্পণ’ করতে বললেন ট্রাম্প

সোমবার (১৭ আগস্ট) শেষ হওয়া এই চুক্তির মেয়াদ আর বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী নয় বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বরং তিনি ইরানকে ‘সাদা পতাকা তুলে আত্মসমর্পণ’ করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং হরমুজ প্রণালির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ প্রতিষ্ঠার দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা’র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের সঙ্গে গত জুনে স্বাক্ষর করা সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) মেয়াদ সোমবার শেষ হয়েছে। এরপর ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ‘গুরুতর’ লঙ্ঘনের কারণে নিষেধাজ্ঞাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য নির্ধারিত ৬০ দিনের সময়সীমার এখন আর কোনও কার্যকারিতা নেই। ইরানের ওপর হামলা হলে জবাব দিতে দেশটির বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

সোমবার (১৭ আগস্ট) ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে ইরানের সঙ্গে করা কাঠামোগত সমঝোতার মেয়াদ বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী নয়। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ওই সমঝোতা হয়েছিল। ইরানের সঙ্গে করা ওই সমঝোতার মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন কি না সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘না’।

https://www.bd-pratidin.com/international-news/2026/08/18/1289397

মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে উত্তেজনা বাড়তেই ঊর্ধ্বমুখী তেলের বাজার

মধ্যপ্রাচ্যে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে। একই সঙ্গে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আল জাজিরার প্রতিবেদন অনযায়ী, মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) লেনদেনের শুরুতেই দাম বৃদ্ধির এই প্রবণতা দেখা যায়। মূলত মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা কমে যাওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের বেঞ্চমার্ক ‘ব্রেন্ট ক্রুড’-এর ফিউচার বা দূরবর্তী সরবরাহ মূল্য প্রতি ব্যারেলে ২৭ সেন্ট বা ০.৩ শতাংশ বেড়ে ৯১.১৪ ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরিশোধিত তেল ‘ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট’ (ডব্লিউটিআই)-এর দর ব্যারেলে ৪২ সেন্ট বেড়ে ৮৫.০৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

https://www.ittefaq.com.bd/804744/

‘মক্কা চুক্তি’ কি সত্যিই ‘মুসলিম ন্যাটো’ হয়ে উঠতে পারবে

যেকোনো একটি সদস্যদেশের ওপর সশস্ত্র হামলা হলে তা জোটের সবার ওপর হামলা হিসেবে গণ্য হবে–পারস্পরিক প্রতিরক্ষার এই বিশেষ অঙ্গীকারটি পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর বিখ্যাত ‘৫ নম্বর অনুচ্ছেদ’-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। গত ৭ আগস্ট মক্কায় সৌদি আরব, তুরস্ক এবং পাকিস্তানের মধ্যে সই হওয়া ‘মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি’-তে ঠিক এই প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছে। এই ধারার কারণে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ এই চুক্তিকে ‘মুসলিম ন্যাটো’ হিসেবে অভিহিত করতে শুরু করেছেন। দীর্ঘ এক বছরের আলোচনার পর চূড়ান্ত হওয়া এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে সই করেছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিন দেশের যৌথ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করা এই চুক্তির মূল লক্ষ্য।

https://www.prothomalo.com/world/ggqdyf20al

২০৩০ পর্যন্ত বার্সেলোনায় রদ্রি

স্পেন অধিনায়ক রদ্রিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে ভেড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বার্সেলোনা। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রদ্রিকে চুক্তিবদ্ধ করার মাধ্যমে বিশ্বকাপজয়ী তারকাদের নিয়ে গড়া দলে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়কেও যুক্ত করল কাতালান ক্লাবটি। ম্যানচেস্টার সিটির পাঠ চুকিয়ে বার্সায় যোগ দিলেন এই মিডফিল্ডার, যার নেতৃত্বে গত মাসে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছে স্পেন। বার্সেলোনায় জাতীয় দলের সতীর্থ লামিনে ইয়ামাল, দানি ওলমো, পাউ কুবারসি, গাভি ও পেদ্রিদের সঙ্গে এখন ক্লাব ফুটবলেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলবেন তিনি। বার্সেলোনা জানিয়েছে, ৩০ বছর বয়সী রদ্রির সঙ্গে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চুক্তি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি দুই ক্লাবের মধ্যে দলবদলের সব বিবরণ চূড়ান্ত করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে খবরটি প্রকাশ করা হয়।

https://www.prothomalo.com/sports/football/tdnuow2664

সিংহ নির্মাতারা

অনেকদিন আগে, একটি ছোট গ্রামে চার বন্ধু বাস করত। তারা সবাই কাছাকাছি থাকত এবং খুব ছোটবেলা থেকেই একে অপরকে চিনত। বন্ধুদের মধ্যে তিনজন পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল এবং শীঘ্রই তারা অত্যন্ত বিদ্বান হয়ে উঠল। তারা এত বই পড়েছিল যে তাদের এই বিশ্বাস জন্মে গেল যে পৃথিবীতে আর কিছু পড়ার বা শেখার বাকি নেই। চতুর্থ বন্ধুটি পড়াশোনায় ভালো ছিল না এবং তাই সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারল না। সে প্রথমে ছোটখাটো কাজ করতে শুরু করল এবং পরে একজন কৃষক হয়ে উঠল। তবে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সেই তিনজন বিদ্বান ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তিটির বন্ধু ছিলো।

একদিন সেই তিন বিদ্বান বন্ধু স্থির করলো যে, তাঁরা তাঁদের মেধা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে। তাঁরা ঠিক করলো যে, তাঁরা একসাথে বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করবে এবং তাঁরা নিশ্চিত ছিলো; নিজেদের জ্ঞান দিয়ে তাঁরা সেই রাজ্যগুলোর সমস্ত রাজার অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হবে। রাজারাও এর বিনিময়ে তাঁদের পুরস্কৃত করবেন এবং তাঁরা শীঘ্রই ধনী হয়ে যাবে।

তারা এটাও জানতো যে তাদের চলে যাওয়ার পর তাদের চতুর্থ নিরক্ষর বন্ধুর পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হবে। তাই তারা তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তিন জ্ঞানী বন্ধু ভাবল, আর কিছু না হোক, ধনী হয়ে গেলে তারা তাদের বন্ধুকে ভৃত্য হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে।

তিন জ্ঞানী বন্ধু চতুর্থ বন্ধুকে তাদের পরিকল্পনার কথা জানাল এবং তাকে এই মহান যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বলল। চতুর্থ বন্ধু সানন্দে রাজি হয়ে গেল। তিন জ্ঞানী বন্ধু নক্ষত্রের সাথে পরামর্শ করে তাদের যাত্রা শুরুর জন্য একটি শুভ দিন ঠিক করল।

নির্ধারিত দিনে, চার বন্ধুই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল এবং ভোরের প্রথম আলো ফোটার সাথে সাথেই কাছের রাজ্যের উদ্দেশে তাদের গ্রাম ছেড়ে রওনা দিল। তারা তাদের গ্রাম এবং রাজ্যের মাঝখানের ঘন জঙ্গলটি দিনের আলোতে পার হচ্ছিলো আর সেই জঙ্গলে অনেক বন্য প্রাণী ছিল।

হঠাৎ, তারা মাটিতে একটি মৃত পশুর হাড় পড়ে থাকতে দেখল। প্রথম জ্ঞানী বন্ধুটি বলল যে, এটি তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য একটি মহা সুযোগ। সে পরামর্শ দিল যে, তাদের এই প্রাণীটিকে জীবিত করার চেষ্টা করা উচিত। অন্য দুই জ্ঞানী বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

তাই প্রথম জ্ঞানী বন্ধু তার জ্ঞান ব্যবহার করে হাড়গুলো জোড়া লাগালেন। দ্বিতীয় জ্ঞানী বন্ধু হাড়গুলোতে মাংস ও চামড়া লাগালেন। বন্ধুরা আবিষ্কার করলেন যে মৃত প্রাণীটি একটি বিশাল সিংহ। চতুর্থ বন্ধু সিংহটিকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং তার জ্ঞানী বন্ধুদের অনুরোধ করলেন সিংহটিকে পুনরুজ্জীবিত না করতে।

তিন জ্ঞানী বন্ধু তাকে কাপুরুষ বলে অভিযোগ করতে লাগলো। তারা তার জ্ঞানের অভাব নিয়ে উপহাস করলো এবং তাকে অপমানজনক কথাও বলতে লাগলো। তারা গর্বের সাথে ঘোষণা করলেন যে, সিংহটি জীবিত হলে তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে তাকে বশ করতে পারবে। চতুর্থ বন্ধু, তখনও মনে মনে ভয় পাচ্ছিলো তাই সে কাছের একটি লম্বা গাছে চড়ে বসলো। তৃতীয় জ্ঞানী বন্ধু প্রাণীটিকে পুনরুজ্জীবিত করলো। জীবিত হয়ে সিংহটি দেখল যে তিনজন মানুষ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, তাদের মধ্যে ভয়ের কোনো চিহ্নই নেই। তখনই সিংহটি গর্জন করে তিনজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের হত্যা করল।

চতুর্থ বন্ধুটি গাছের উপর থেকে এই সবকিছু দেখল। সিংহটি চলে গেলে, সে গাছ বেয়ে নেমে গ্রামে তার বাড়িতে ফিরে গেল।

শ্রাবণ এলো

সাম্য টলেন্টিনু

মেঘের ডানা মেলে দিয়ে,
শ্রাবণ এল গান গেয়ে।
ঝুম, ঝুম, ঝুম বৃষ্টি নামে,
নৌকো ভাসে নদীর বুকে।

মাঠের মাঝে ব্যাঙের ছাতা,
ভিজছে খুকুর রূপার খাতা।
কদম ফুল হাসে গাছে,
ময়ূর নাচে তারই কাছে।

কাগজ দিয়ে নৌকো বানাই,
জলের ওপর ছেড়ে পালাই।
পানিপথেই লড়াই চলে,
কে জিতবে জলের তালে?

বৃষ্টি থামে সন্ধ্যে নামে,
জোনাকি জ্বলে মাঠে ঘাটে।
ঘুমিয়ে পড়ে ছোট্ট খোকা,
জাগে মনে খুশির ছোঁয়া।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

কথা গমেজ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সভা
“এসো ধর্মে-ধর্মে, মানুষে-মানুষে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করি।”

সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম: গত শনিবার, ৮ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন “এসো ধর্মে-ধর্মে, মানুষে-মানুষে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করি” - বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে লক্ষ্মীবাজার পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লীর মিলনায়নেতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সভার আয়োজন করে।

লক্ষ্মীবাজার এলাকাধীন ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হতে অধ্যাপক প্রভাষক, ছাত্র-ছাত্রী, জজ কোর্ট হতে এডভোকেটগণ. মিডিয়া কর্মী, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, পালকীয় পরিষদের সদস্য এবং সাহায্যকারী যুবকসহ মোট ১০০ জন এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক সিস্টার রেবা উপস্থিত সম্মানিত বক্তাদের মঞ্চে আহ্বান জানান এবং শিক্ষার্থীরা ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে তাঁদের বরণ করে নেয়। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ পড়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে “এসো ধর্মে-ধর্মে, মানুষে-মানুষে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করি” মূলসুরের উপর নিজ নিজ ধর্মের আলোকে সম্মানিত বক্তাগণ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। খ্রিস্টান ধর্মের আলোকে বক্তব্য রাখেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই; ইসলাম ধর্মের আলোকে সহভাগিতা করেন মাওলানা মোহাম্মদ জাকির হোসেইন, উপ-পরিচালক, দ্বীন-ই-দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা; সনাতন ধর্মের আলোকে মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন মাননীয় স্বামী দেবধ্যানানন্দ, ম্যানেজার, রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা এবং বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ সত্যপ্রিয় থের, ঢাকা মহানগর সীবলী বৌদ্ধ বিহার। সকল সম্মানিত বক্তাই সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আর্চবিশপ বিজয় বলেন, যখন ধর্মের জন্য অহংকারী হই, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে চলি না। ঈশ্বর নম্রকে তুলে ধরেন। কিন্তু আমরা যদি অন্য ধর্মকে গালিগালাজ করি, নিচু করি, তবে মানুষ মুক্তি পাবে না। দরিদ্র, ক্ষুধার্তদের সেবা করাই হলো ভালোবাসার ধর্ম। যে আল্লাহকে ভয় করে সে ভালবাসার পথে চলে। ধর্ম অনেক বড়, অনেক ব্যাপক, এটাকে আক্ষরিক অর্থে নিবেন না। ধর্মকে যুগে যুগে মানুষের সাথে চলতে হবে। যদি তা না হয় তবে ধর্ম মিউজিয়ামে চলে যাবে।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিল মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও অনুভূতি সহভাগিতা। এতে অংশগ্রহণকারীগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। প্রাণবন্ত আলোচনার পর সিস্টার রেবা সম্মানীত বক্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এরপর লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল রোজারিও প্রাত্যহিক জীবনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি সম্পর্কে তার সংক্ষিপ্ত অনুভূতি প্রকাশ করেন। শেষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার লুক কাকন কোড়াইয়া উপস্থিত সকলকে বিশেষ করে এই সভার আয়োজক ও সঞ্চালক সিস্টার রেবা ডি'কস্তা আরএনডিএমকে ধন্যবাদ ও সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ভাওয়াল আঞ্চলিকভাবে সিনোডাল কমিটি নিয়ে “সিনোডাল মণ্ডলী” বিষয়ক সেমিনার

ফাদার লিয়ন রোজারিও: গত ১৫ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার ভাওয়াল আঞ্চলিকভাবে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ব্রতধারী ও ব্রতধারিনী এবং ধর্মপল্লীভিত্তিক সিনোডাল কমিটি নিয়ে “সিনোডাল মণ্ডলী” বিষয়ক সেমিনার করা হয়। সকাল ৯:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এনডি' ক্রুজ ওএমআই পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ এবং ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার কুঞ্জন কুইয়া সকলকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়ক তার সহভাগিতা রাখেন। তিনি তার সহভাগিতায় মণ্ডলী, সিনোডাল মণ্ডলী ও সিনোডীয় কমিটি হিসেবে দায়-দায়িত্ব বিষয়ক বক্তব্য বিভিন্ন বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মণ্ডলী আমাদের সকলের, আমরাই মণ্ডলী, আমরা সকলেই মণ্ডলী। মণ্ডলী শুধু মাত্র গীর্জাঘর নয়। তাই এই মণ্ডলীকে আমাদের ভালোবাসতে হবে এবং মণ্ডলী থেকে কেউ যেন বাদ না পড়ে। একত্রে যাত্রা করতে হবে। তিনি তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, আঞ্চলিকভাবে এটাই প্রথম সেমিনার। তাই এ আয়োজনের জন্য তিনি ভাওয়াল অঞ্চলের সকলকে ধন্যবাদ জানান। সেমিনার শেষে ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারি ফাদার লিয়ন রোজারিও শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপকে ফুলের মধ্য দিয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং দূত সংবাদ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেমিনার সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

মেরিল্যান্ডে বার্ষিক গ্রীষ্মকালীন বনভোজন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন ইনক: ২৬ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন ইনক. (BCA), মেরিল্যান্ড'র উদ্যোগে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক গ্রীষ্মকালীন বনভোজন ২০২৬। আনাপোলিসের মনোরম Sandy Point State Park-Gi Heron & Osprey Shelter-এ আয়োজিত দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে মেট্রো ওয়াশিংটন ডিসি, মেরিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া (DMV) এলাকার বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি পরিবার, অতিথি ও শুভানুধ্যায়ী অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত চলা এ আয়োজনে ছিল সুস্বাদু খাবার, শিশু-কিশোর ও বড়দের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সংগীত এবং আনন্দঘন পারিবারিক আড্ডা। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে দুপুরে আয়োজন করা হয় বিশেষ পর্ব। এ সময় অংশগ্রহণকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের পাশাপাশি দেশটির প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন BCA-এর সাবেক প্রেসিডেন্টগণ এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যরা। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি ও ব্রাদার লুক রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান কাউন্সিল, ইনক'র সভাপতি ও মেরিল্যান্ড গভর্নরের AAPI ও SAA কমিশনের সাবেক কমিশনার আনিস আহমেদ। তিনি মেরিল্যান্ড জেনারেল অ্যাসেম্বলির সম্মানিত ডেলিগেট লেসলি লোপেজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন একাত্তর ফাউন্ডেশনের কর্ণধার কবীর পাটোয়ারী এবং ইস্ট কাউন্টি সিটিজেনস অ্যাডভাইজরি বোর্ডের বর্তমান চেয়ার রাদওয়ান চৌধুরীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বিভাস রোজারিও।

এবারের বনভোজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল BCA-এর ৩০ বছরের পথচলা স্মরণে আয়োজিত ৩০টিরও বেশি আকর্ষণীয় র‍্যাফেল পুরস্কার। দিবসব্যাপী বিভিন্ন ধাপে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দের সৃষ্টি হয়।

BCA-এর নেতৃবৃন্দ বলেন, "বার্ষিক গ্রীষ্মকালীন বনভোজন শুধু বিনোদনের একটি আয়োজন নয়; এটি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি খ্রিস্টানদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলনমেলা।" BCA-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিপুল এলিট গনছালভেস সফলভাবে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, স্পন্সর, অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান এবং ভবিষ্যতের সকল কার্যক্রমে সবার অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন।

গোল্লা ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস সেমিনার

ফাদার তন্ময় যোসেফ কস্তা: গত ১২ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ গোল্লা ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সহায়তায় ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অর্ধদিবসব্যাপী ওয়াইসিএস সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১২০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯ ঘটিকায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। অতঃপর গোল্লা ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ফাদার তন্ময় যোসেফ কস্তা শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগস্টিন ডি'ক্রুজ ওয়াইসিএস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ওয়াইসিএস'র নীতি ও বৈশিষ্ট্য তথা 'দেখা', 'বিশ্লেষণ করা' এবং 'কাজ' এই তিনটি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বিষয়গুলো আরও স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন ছবি প্রদর্শন করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন।

এরপর অংশগ্রহণকারীদের ৮টি দলে ভাগ করে সেল মিটিং করানো হয়। পরে শিক্ষার্থীরা দল অনুযায়ী তাদের সেল মিটিংয়ের অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে সহভাগিতা করেন এবং সেল মিটিং করতে গিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলো উপস্থাপন করা হয়।

এরপর শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীগণ খুবই আনন্দিত ছিল। সবশেষে ফাদার তন্ময় কস্তা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সিস্টার কাকন রোজারিও আরএনডিএম এবং সেন্ট থেকলাস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-এর শিক্ষকমণ্ডলী।

বোর্ণী ধর্মপল্লীতে দম্পতি সেমিনার

রনি রোজারিও: গত ৬ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বোর্ণী ধর্মপল্লীতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এক অনুপ্রেরণামূলক দম্পতি সেমিনারে ফাদার প্রদীপ কস্তা বলেন, "বিবাহ একটি অলৌকিক আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নারী ও পুরুষ তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করে। তাই সংসার জীবনে সর্বদা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে"। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পরিবার জীবন কমিশন এবং বোর্ণী ধর্মপল্লীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে মোট ৩২২ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। এতে মূলসুর ছিল খ্রিস্টবিশ্বাসে আমরা প্রেরিত: মঙ্গলসমাচার প্রচারে পরিবারের ভূমিকা।

প্রারম্ভে প্রার্থনা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এরপর উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন পালপুরোহিত ফাদার বাবলু কোড়াইয়া। সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পরিবার জীবন কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার প্রদীপ কস্তা এবং মিসেস সন্ধ্যা পিরিচ। ফাদার প্রদীপ কস্তা তার বক্তব্যে বলেন, "বিবাহ একটি ঐশরিক আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নারী ও পুরুষ তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করে। তাই সংসার জীবনে সর্বদা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে।"

মিসেস সন্ধ্যা পিরিচ তার বক্তব্যে আদর্শ পরিবার গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "আমাদেরকে যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পবিত্র পরিবারের আদর্শে পরিবার গড়ে তুলতে হবে। সংসারে যত চ্যালেঞ্জই আসুক না কেন, তা সাহসের সাথে মোকাবিলা করে সন্তানদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার।" এছাড়াও অনুষ্ঠানে ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন এবং মিসেস লাভলী ও মিস্টার মার্টিন দম্পতি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে বক্তাদের মূল্যবান বক্তব্যের পাশাপাশি দলীয় আলোচনা এবং উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা বিনিময় করেন। পরিশেষে, পবিত্র খ্রিস্টযাগ এবং মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই সেমিনারের সফল সমাপ্তি ঘটে।

মহাশান্তি গমনের ১৭তম বছর

প্রয়াত টনি জন গমেজ

জন্ম: ২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৭ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

শুলপুর ধর্মপল্লী।

তোমরা ছিলে এই ধরণীতে
গিয়েছো চিরশান্তির নীড়ে
রেখে গেছো দুঃখের স্মৃতিগুলো
যা রয়েছে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

পার্থিব এই জগত ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা চলে গেছ আমাদের নিঃস্ব করে। কিন্তু তোমরা রয়েছো আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে। আজও আমরা পারি না তোমাদের চিরতরে চলে যাওয়ার ক্ষণকে মেনে নিতে। থেকে-থেকে মনে পড়ে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় কান্নাভরা কণ্ঠে বাঁচার তাগিদে, একবার বাড়িতে যাবার জন্য বলতে "মাগো, আমি বাড়ি যাবো"। আজও আমরা ভুলতে পারি না। পরম করুণাময় তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মা : শ্যামলী গমেজ
বাবা : হেবল গমেজ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সীগঞ্জ।

মহাশান্তি গমনের ১১তম বছর

প্রয়াত সুরুজ যোসেফ গমেজ

পিতা : মৃত অনিল গমেজ

জন্ম : ১৯ মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

শুলপুর ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/১৬৮/২৬

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ

বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

বিজ্ঞাপনের অবস্থান ও ধরণ	বাংলাদেশী টাকা	ইউরো	ইউএস ডলার
শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়,
আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com
বিকাশ
বিকাশ নম্বর:
০১৭৯৮-৫১৩০৪২

BOOK POST

OUR COURSES

1 YEAR	DIPLOMA IN GLOBAL CULINARY ARTS	Course Fee: 1,65,000 BDT — Payable in 4 Installments.
3 MONTHS	PROFESSIONAL CHEF COURSE LEVEL-I	Course Fee: 48,000 BDT — Payable in 3 Installments.
3 MONTHS	PROFESSIONAL BAKERY, PASTRY & PATISSERIE COURSE, LEVEL-I & II	Course Fee: 45,000 BDT — Payable in 3 Installments.
1 MONTH	PROFESSIONAL BARISTA & MOCKTAIL COURSE	Course Fee: 15,000 BDT — One-time payment.
5 DAYS	PROFESSIONAL FOOD HYGIENE & HACCP COURSE, LEVEL-I & II	Course Fee: 7,500 BDT — One-time payment.

ICI INTERNATIONAL CULINARY INSTITUTE

২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশের কালিনারি ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ ও আধুনিকায়নে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে চলেছে ICI-International Culinary Institute। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের কালিনারি ইন্ডাস্ট্রির একটি সময়োপযোগী বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মাস্টার শেফ ড্যানিয়েল সি. গোমেজ এই কালিনারি ইন্সটিটিউটটি প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটির ব্যতিক্রমী ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিপুল সমাদৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রন্ধনশৈলী ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে সাজানো ICI-এর শিক্ষাক্রম মূলত Culinary Arts এবং Hospitality Management-এর এক অনন্য সমন্বয়। সময়ের দাবি এবং পেশাগত বাজারের চাহিদাকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি প্রফেশনাল শেফ কোর্সের পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন গ্লোবাল কালিনারি আর্টস, বারিস্তা ও মকটেল কোর্স, বেকারি, পেস্ট্রি এবং প্যাটিসেরি কোর্স-এর মতো যুগোপযোগী ও উদ্ভাবনী কোর্স পরিচালনা করছে। এসবের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা বিবেচনায় সম্প্রতি আমরা ফুড হাইজিন এবং হ্যাসাপ কোর্স নিয়ে এসেছি। শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃজনশীলতা, স্থায়িত্বশীলতা এবং উদ্যোক্তা সুলভ মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়ে-ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান গ্লোবাল কালিনারি ইন্ডাস্ট্রি-র যোগ্য ও দক্ষ পেশাদার শেফ হিসেবে গড়ে তোলাই ICI-এর মূল লক্ষ্য।

BECOME A PRO CHEF

ICIDANIEL10
Cut this part and bring it along to get a 10% scholarship.

VISIT US:

OUR CAMPUSES

DHAKA CAMPUS
Address: House #84, Lift 5, Road #7/A, Dhanmondi, Dhaka.
Contact: 01733792837

CHATTOGRAM CAMPUS
Address: House #7/A/1, Road #3, South Khulshi, Chattogram.
Contact: 01708533767

SYLHET CAMPUS
Address: House #3, Block #C, Upashahar, Main Road, Sylhet.
Contact: 01746247737

OUR AFFILIATIONS: Qualifications Scotland, WCS World Culinary Society, ISO 22000

বিপ্র/১৬৪/২৬

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!!

বড়দিন উপলক্ষে
টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য
স্ক্রিপ্ট আহবান।

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি নাটক লেখেন?
- আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

স্ক্রিপ্টে থাকবে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক। নাট্যাংশে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনী।

❖ আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্টটি নিয়ে কাজ করা হবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org